Intermediate in Arts Course.

কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত।

অনুক্রমণিকা ও পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল,

সম্পাদিত।

কলিকাতা।

মেট্‌কাফ্ প্রেস হইতে প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

কলিকাতা।
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

ভূমিকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত অনুক্রমণিকা অধ্যায় ও পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Intermediate in Arts পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত দুই অধ্যায় ছাত্রগণের দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা স্বতন্ত্র করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। সিংহমহাশয়ের আদিপর্ব্ব ১৭৮১ শকাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৮৮ শকে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ শেষ হইয়াছিল। তাহার পর ইহার আরও দুই তিন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমরা আদিপর্ব্বের প্রথম সংস্করণ অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। ছাত্রগণের সুবিধার জন্য ইহাতে শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনীও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অর্থ নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুনমিশ্রের টীকা হইতে গৃহীত। কোন কোনটি পরমারাধ্য মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে ছাত্রগণের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

বহরমপুর
২১শে আষাঢ়
১৩১৪ সাল।

সম্পাদক।

উপক্রমণিকা

বহু সহস্র বৎসর অতীত হইল ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে যে মহাসমরাভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার অপূর্ব্ব স্মৃতি আজিও ভারতবাসীর হৃদয়পটে জাগরূক রহিয়াছে। যে যুদ্ধের অবসান হইতে ভারতের অধঃপতন আরব্ধ হইয়াছে, যাহার পর ভারতের ক্ষাত্রশক্তি চিরান্তর্হিতা হয় ও ব্রাহ্মশক্তি দিন দিন হীন-প্রভা হইয়া বিরাট্ ভারতসমাজকে মোহান্ধকারমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার স্মৃতি কখনও এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে। তাই ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের শেষ নিদর্শন সেই ধর্ম্ম-যুদ্ধের চিত্র আমাদিগের অন্ধকারময় জীবনে ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষীণালোকের সঞ্চার করিয়া থাকে। তাই মধ্যে মধ্যে শ্বেতাশ্বযুক্তস্যন্দনস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সারথিমূর্ত্তি আমাদের তমোময় হৃদয়ে নিমেষের জন্য উদিত হয় ও পাঞ্চজন্যের গভীর ধ্বনি আজিও আমাদের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে থাকে। অর্জ্জুনের অমানুষিক শরসন্ধান, ভীমসেনের সিংহসম পরাক্রম, অভিমন্যুর বিচিত্র রণকৌশল, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপ্রাণতা, ভীষ্মের আত্মত্যাগ, দ্রোণের অপূর্ব্ব অস্ত্র-শিক্ষা, আবার দুর্য্যোধনের দাম্ভিকতা ও অধর্ম্মসেবা, কর্ণের বিচিত্র চরিত্র, শকুনির কুটিলতা আমাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বহুরূপিণী লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেবল স্মরণ বলিয়া নহে, এই সমস্ত পূর্ব্ব চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদের জাতীয়

জীবনও অনেক সময়ে গঠিত হইয়াছে, ও আজিও আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছি। যে অমর গ্রন্থের অমৃতনিস্যন্দিনী বর্ণনায় ঐ সমস্ত বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত সেই মহাভারতের নাম কে না অবগত আছে? যাহাকে আমরা পঞ্চমবেদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, শ্রাদ্ধকালে সংযত-চিত্তে যাহা আমরা পাঠ করি, যাহার কথকতায় আমাদের সমাজে পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছে, তাহার নাম যে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইবে, ইহাতে সংশয় কি? কৃষ্ণার্জ্জুন, ভীষ্মযুধিষ্ঠিরের যে চিত্র আজিও আমাদের মনে জাগিতেছে, মহাভারতই যে তাহার একমাত্র কারণ, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অতুলনীয় বর্ণনা না থাকিলে, আমাদের মনে যুধিষ্ঠিরাদির দেবোপমচিত্রের উদয় হইত কি না সন্দেহ। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"কে জানিত ভীষ্ম বীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"

ফলতঃ মহাভারতই যে যুগযুগান্তর হইতে ঐ সমস্ত চরিত্রের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাভারত সাধারণতঃ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত, আমাদিগের প্রাচীন ইতিহাস আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ইতিহাস হইতে কিছু পৃথক্। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনার বিবরণমাত্র ইতিহাস। কিন্তু আমাদের ইতিহাস কেবল অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হয় না, তৎ-

সঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ দিয়া থাকে। তাই মহাভারত বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

সুতরাং আমাদের ইতিহাস পাশ্চাত্য ইতিহাস অপেক্ষা যে কত উচ্চ, তাহা বোধ হয় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ঐ সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে মহাভারতই শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশসহ ভরতবংশীয়দিগের বিবরণ বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভারত নিজেই আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ সত্যং চামৃতমেব চ।
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা॥
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্ব্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে॥"

ইহা ভারতের কলেবর; ব্রহ্ম ও দেবভাব উভয়ই ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত উৎকৃষ্ট। আবার অন্যত্র বলিতেছেন,—

"অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥
শ্রুত্বাস্ত্বিদমুপাখ্যানং শ্রাব্যমন্যন্নরোচতে।

পুংস্কোকিলগিরং শ্রুত্বা রুক্ষা ধ্বাঙ্ক্ষস্য বাগিব।
ইতিহাসোত্তমাদস্মাজ্জায়ন্তে কবিবুদ্ধয়ঃ ॥”

অপরিমিত ধীশক্তিমান্ বেদব্যাস এই ভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে, অন্যশাস্ত্রশ্রবণে রুচি থাকে না। তাহার পর মহাভারত যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপদেশে পরিপূর্ণ তাহাও উক্ত হইয়াছে—

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থৈঃ সমাসব্যাসকীর্ত্তনৈঃ।
তথা ভারতসূর্য্যেণ নৃণাং বিনিহতং তমঃ ॥”

ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সংক্ষেপ ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারত হইতেই জানা যাইতেছে যে, ইহা সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ইতিহাসের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের উপদেশসমন্বিত পুরাবৃত্তে পরিপূর্ণ।

আবার মহাভারত কাব্য বলিয়াও অভিহিত হয়। ব্যাসদেব যখন ব্রহ্মাকে ইহার পরিচয় প্রদান করেন, তখন তিনি মহাভারতকে কাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

“উবাচ স মহাতেজা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্ ॥”

মহাপ্রভাবশালী বেদব্যাস পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন আমি এই শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিয়াছি।

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। “কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্”

কেহ কেহ "কাব্যং আনন্দবিশেষজনকবাক্যম্" ও বলিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে রসাত্মক বা আনন্দবিশেষজনক বাক্য আছে তাহাই কাব্য। এই কাব্য হইতেও চতুবর্গফলপ্রাপ্তির উপদেশ পাওয়া যায়।

"চতুবর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥"

কাব্য হইতেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরও অনায়াসেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুবর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। অতএব কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।

কাব্য প্রকারান্তরে দ্বিবিধ; মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। মহাভারত মহাকাব্যেরই অন্তর্গত। পূর্ব্বে মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করায়, এবং এক্ষণে কাব্য বলায়, অনেকে হয়ত তাহাদের বিরোধ অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। মহাকাব্যে পুরাবৃত্তই বর্ণিত হইয়া থাকে; সুতরাং যে গ্রন্থ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসমন্বিত পুরাবৃত্তযুক্ত, তাহাকে ইতিহাসও বলা যায় এবং মহাকাব্যও বলা যাইতে পারে। সুতরাং মহাভারতকে ইতিহাস বা মহাকাব্য বলিলে বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

বাস্তবিক এই ইতিহাস বা মহাকাব্যে ভরতবংশের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভরতবংশীয়েরা চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত। যাঁহাদের আদিপুরুষ ভরত মূর্ত্তিমান্ রাজধর্ম্ম দুষ্যন্ত ও মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া শকুন্তলার মিলনের ফলস্বরূপ, সাম্রাজ্যের প্রভাব ও তপোবনের শান্তি মিলিয়া যাঁহাকে জগতের সমক্ষে আনয়ন করিয়াছিল, তাঁহারই বংশধরেরা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অদ্বিতীয় হইবে, ইহা কে অস্বীকার

করিতে পারে? মহাভারতে সেই পবিত্র ভরতবংশেরই ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহান্ ভরতবংশের বিবরণ আছে বলিয়া ইহার মহাভারত নামকরণ হইয়াছে এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু মহাভারত আপনার নামকরণের অন্য হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। চতুর্ব্বেদ অপেক্ষা ভারবত্তায় ভারতসংহিতা অধিক হওয়ায় উহার মহাভারত নামকরণ করা হয়—

"একতশ্চতুরো বেদা ভারতঞ্চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোঽভ্যধিকং যদা।
তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোঽধিকম্।
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে॥"

পূর্ব্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারিবেদ ও অন্য দিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন; কিন্তু পরিমাণকালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল; তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। সরহস্য চতুর্ব্বেদ অপেক্ষা গ্রন্থের ও অর্থের আধিক্য হওয়ায় তাহার মহাভারত নামকরণ হয়। বেদ অপেক্ষা অনেক বিষয় ইহাতে বিবৃত হওয়ায় উহাকে বেদ অপেক্ষা পরিমাণে গুরু বলা হইয়াছে। সেই জন্য সাধারণতঃ মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ।

ভরতবংশের বর্ণনার সহিত মহাভারতে অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে দেবচরিত, ঋষিচরিত, রাজচরিত

ও নানা প্রকার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, লৌকিকাচার ও বিষয়ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন লোক-যাত্রাবিধান, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও শিল্পসংক্রান্ত অনেক কথা উক্ত হইয়াছে। বেদব্যাস ব্রহ্মাকে তাঁহার রচিত বিরাট্ গ্রন্থের পরিচয়কালে বলিয়াছিলেন।

ব্রহ্মন্, বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া॥
ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতম্॥
জরামৃত্যুভয়ব্যাধিভাবাভাববিনিশ্চয়ঃ।
বিবিধস্য চ ধর্ম্মস্য হ্যাশ্রমাণাঞ্চ লক্ষণম্॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধানঞ্চ পুরাণানাঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য পৃথিব্যাশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ,
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং প্রমাণঞ্চ যুগৈঃ সহ।
ঋচো যজূংষি সামানি বেদাধ্যাত্মং তথৈবচ।
ন্যায়শিক্ষা চিকিৎসা চ দানং পাশুপতং তথা।
হেতুনৈব সমং জন্ম দিব্যমানুষসংজ্ঞিতম্।
তীর্থানাঞ্চৈব পুণ্যানাং দেশানাঞ্চৈব কীর্ত্তনম্।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ বনানাং সাগরস্য চ।
পুরাণাঞ্চৈব দিব্যানাং কল্পানাং যুদ্ধকৌশলম্।
বাক্যজাতিবিশেষাশ্চ লোকযাত্রাক্রমশ্চ যঃ।
যচ্চাপি সর্ব্বগং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্॥"

"ইহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সারসঙ্কলন,

ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইহার নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ইত্যাদির বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র পর্ব্বত, গ্রাম, নগর বন, উপবন, ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল জাতিবিশেষ, লোকযাত্রাবিধান, এই সকলের সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি।"

এক কথায় জগতের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায়। আনুপূর্ব্বিক মহাভারত পাঠ করিলে মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে এত অপরিমিত রত্ন সঞ্চিত হয় যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাস্তবিক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশপূর্ণ এরূপ বিরাট্ গ্রন্থ জগতের কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য ইহার আলোকে প্রতিফলিত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ইহার জ্ঞানরাশি সমস্ত জগতে প্রচারিত হইয়া পৃথিবীর অনেক ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

মহাভারতে যে মোক্ষোপদেশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভগবদ্গীতাই সর্ব্বপ্রধান। এই ভগবদ্গীতা উপনিষদ্বিশেষ, বা সমস্ত উপনিষদের সার ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহার সম্বন্ধে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

গীতায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের গূঢ় মর্ম্ম বিন্যাস করি.. পরে তাহাদের দ্বারা কিরূপে মোক্ষ হয় ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কথা উল্লিখিত হইলেও কর্ম্ম-যোগের কথা ইহাতে কিছু বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইতে দেখা যায়, এবং কিরূপে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়, গীতা তাহাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাহার উপদেশ, কর্ম্মে অনাসক্ত অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট ক্ষাত্রধর্ম্মপ্রতিপালনে তৎপর করিয়াছিল। এই জগৎপূজ্য মোক্ষশাস্ত্রে আত্মার অবিনাশিত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভারতের অশিক্ষিত কৃষক হইতে মহাজ্ঞানী দার্শনিক পণ্ডিত পর্য্যন্ত যে গভীর তত্ত্বের কথা অবগত হইয়াছিলেন, গীতাই তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাই গীতার সেই অবিনাশিনী বাণী—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥"

আজিও মধ্যে মধ্যে গীত হয় বলিয়া হিন্দুসমাজ এখনও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু ক্রমে হিন্দুসমাজ ঐ সঞ্জীবনী বাণী বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া, তাহার অধঃপতন ঘনাইয়া আসিতেছে। গীতায় যেরূপ আত্মার অবিনাশিত্ব দেখান হইয়াছে, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ে আবার সেইরূপ মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সনৎসুজাতের মতে মৃত্যুনামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, তাহার মতে প্রমাদই মৃত্যু ও অপ্রমাদ অমৃতত্ব বা মোক্ষ,—

"প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি
তথাঽপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি।"

মৃত্যু ব্যতীত সনৎসুজাতে কর্ম্ম ও মোক্ষাদিরও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতিতেও আত্মার অবিনাশিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বের মোক্ষাধ্যায়পর্ব্বে এবং আরও অনেক স্থানে নানা দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া মোক্ষোপদেশ প্রদান করিতে দেখা যায়।

মহাভারতে সাংখ্যযোগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের মত উল্লিখিত হইলেও ইহাতে সাধারণতঃ বেদান্তদর্শনের মতেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয় এবং তাহার ঈশ্বরবাদই মহাভারতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

কামশাস্ত্রের প্রতিপাদিত বিষয় আশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায় ও রাজসূয় পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতিতে সুন্দররূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তিরাও দান, তপস্যা এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা কিরূপে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, এবং দেবগণও পুণ্যলাভের জন্য যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, উহা সুন্দররূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অশ্বমেধযজ্ঞ রাজসূয়যজ্ঞ প্রভৃতি হইতে কিরূপ ফল লাভ হয়, অন্যান্য যজ্ঞেরও উদ্দেশ্য কি, এই সমস্ত তাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। গীতার কর্ম্মযোগাধ্যায়েও যজ্ঞের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অন্ন দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং পর্জ্জন্য হইতে অন্নের উৎপত্তি; আবার পর্জ্জন্যের উৎপত্তি যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্মদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বেদ হইতে কর্ম্মের উদ্ভব, বেদ পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। অতএব সর্ব্বদাই কর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল কামশাস্ত্রেরই প্রতিপাদিত। মনুতে উল্লিখিত আছে—

"সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতনিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥"

এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা আমার অভীষ্ট বা কামনা সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বুদ্ধিকে সঙ্কল্প বলা যায়; এই সঙ্কল্পের পর তাহাতে ইচ্ছা জন্মে; অনন্তর তাহার অনুষ্ঠান হয়। এইরূপে যজ্ঞসকল সঙ্কল্পসম্ভব হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ও গুরুশুশ্রূষাদি নিয়ম সকল সঙ্কল্পজন্য হয়। সুতরাং যজ্ঞাদি যে কামশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে। যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্মের প্রশংসাই মহাভারতে বিশেষতঃ গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই রাজসূয় ও আশ্বমেধিক যজ্ঞবর্ণনাকালে কামশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যতীত আমরা তাহা হইতে তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় ও তাহার নিকটবর্ত্তী নরপতিবৃন্দের বিবরণ অবগত হইতে পারি। পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়কালে ভারতের ও তাহার প্রান্তস্থিত জনপদসমূহের ভূপালগণের ইতিহাস সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন রাজসূয় যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে সভাপ্রতিষ্ঠার সময় আমরা ভারতের রাজন্যবর্গের বিপুল ঐশ্বর্য্যের বিষয়ও জানিতে পারি। যাঁহারা যুধিষ্ঠিরের সভাবর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, বা রাজসূয় যজ্ঞের বিবরণ

আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষ তখন ঐশ্বর্য্যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল।

কামশাস্ত্রের পর অর্থশাস্ত্রে কিরূপে অর্থাগম ও অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, এবং গো, সুবর্ণ প্রভৃতি ধনের মাহাত্ম্য উৎপত্তি ইত্যাদি আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধনবিভাগ, গৃহবিভাগ, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, শিল্পসংক্রান্ত বিষয় ও অর্থশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য অনেক নীতি সুচারুরূপেই দৃষ্ট হয়। এই অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত রাজনীতি ও দণ্ডনীতি মহাভারতের সর্ব্বত্রই গীত হইয়াছে। ভারতসমর রাজনীতির একটি বিরাট্ চিত্র। কিরূপে রাজ্যলাভ, রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করার প্রয়োজন, কিরূপে মিত্ররাজ ও অরিরাজের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে সেনাসংগ্রহ, সেনারক্ষা, সেনাস্থাপন ব্যূহরচনা, সেনাপতি নিয়োগ করিতে হয়, ইহা মহাভারতের অধিকাংশ পর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অস্ত্রশিক্ষা, অস্ত্রচালনা, রথচালনা প্রভৃতি যুদ্ধের উপযোগী অঙ্গসমূহের বিবরণও ইহার পর্ব্বে পর্ব্বে দৃষ্ট হয়। সমস্ত মহাভারতে ইহার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকিলেও শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্মাধ্যায়ে আবার ইহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দুর্গপরীক্ষা, রাষ্ট্রগুপ্তি, দুর্গতরণ প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন মহাভারত হইতে আদর্শ রাজা ও অধার্ম্মিক রাজারও দৃষ্টান্ত প্রতীত হইয়া থাকে। কিরূপে মন্ত্রিসমাজ গঠন করিতে হয়, কিরূপে সেনাপতিনিয়োগ করিতে হয়, এবং বিচার ও শাসন প্রণালীর জন্য কিরূপে ব্যবস্থা করা উচিত, তৎসমস্ত ইহাতে সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ

আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষ তখন ঐশ্বর্য্যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল।

কামশাস্ত্রের পর অর্থশাস্ত্রে কিরূপে অর্থাগম ও অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, এবং গো, সুবর্ণ প্রভৃতি ধনের মাহাত্ম্য উৎপত্তি ইত্যাদি আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধনবিভাগ, গৃহবিভাগ, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, শিল্পসংক্রান্ত বিষয় ও অর্থশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য অনেক নীতি সুচারুরূপেই দৃষ্ট হয়। এই অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত রাজনীতি ও দণ্ডনীতি মহাভারতের সর্ব্বত্রই গীত হইয়াছে। ভারতসমর রাজনীতির একটি বিরাট্ চিত্র। কিরূপে রাজ্যলাভ, রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করার প্রয়োজন, কিরূপে মিত্ররাজ ও অরিরাজের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে সেনাসংগ্রহ, সেনারক্ষা, সেনাস্থাপন ব্যূহরচনা, সেনাপতি নিয়োগ করিতে হয়, ইহা মহাভারতের অধিকাংশ পর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অস্ত্রশিক্ষা, অস্ত্রচালনা, রথচালনা প্রভৃতি যুদ্ধের উপযোগী অঙ্গসমূহের বিবরণও ইহার পর্ব্বে পর্ব্বে দৃষ্ট হয়। সমস্ত মহাভারতে ইহার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকিলেও শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্মাধ্যায়ে আবার ইহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দুর্গপরীক্ষা, রাষ্ট্রগুপ্তি, দুর্গতরণ প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন মহাভারত হইতে আদর্শ রাজা ও অধার্ম্মিক রাজারও দৃষ্টান্ত প্রতীত হইয়া থাকে। কিরূপে মন্ত্রিসমাজ গঠন করিতে হয়, কিরূপে সেনাপতিনিয়োগ করিতে হয়, এবং বিচার ও শাসন প্রণালীর জন্য কিরূপে ব্যবস্থা করা উচিত, তৎসমস্ত ইহাতে সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ

পরিণত হইয়াছিল। মহাভারতের সত্য বলিলে আমরা কেবল সত্য-কথনমাত্র বুঝি না। কিন্তু সত্য কার্য্য করা, ও সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করাই বুঝিয়া থাকি। সত্যের এরূপ প্রশংসা অল্প স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥"

ইহাই মহাভারতের ঘোষণা। সত্যের ন্যায় অহিংসাদিরও অনেক গুণকীর্ত্তন দেখা যায়। তদ্ভিন্ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মেরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতায় নানা তত্ত্বের উপদেশের সহিত অর্জ্জুনকে তাঁহার বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মে প্রবর্ত্ত করার উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক কথা মহাভারতে দৃষ্ট হয়। এমন কি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিহিত কর্ম্ম নির্দ্দেশের সহিত সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি ও কর্ত্তব্যাদি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ইহাতেও উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার নীতি কথারও অবতারণা ইহাতে দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য অনেক উপাখ্যানেরও উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্ত্তী কালে চাণক্য, বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি আপনাদের নীতিশাস্ত্র এই মহাভারত হইতেই প্রধানতঃ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কালে সেই সমস্ত নীতিকথা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে মহাভারত জগতের এক্ষরূপ গুরুস্থানীয়।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশের সহিত ইহাতে যে বহু পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভরতবংশের পুরাবৃত্ত ব্যতীত ইহাতে অনেক দেবতা, রাজর্ষি ও মহর্ষির চরিত বর্ণিত হইয়াছে। শকুন্তলোপাখ্যান, নলোপাখ্যান

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপাখ্যানসমূহ, যাহা হইতে পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত সাহিত্যেও অনেক সুন্দর সুন্দর কাব্য নাটকাদি রচিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই মহাভারতমধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায় এবং সেই সমস্ত উপাখ্যানে নানাবিধ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেই সমস্ত চরিত্র লোকশিক্ষার যে কত উপযোগী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পুরাবৃত্তের প্রধান উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। যে সমস্ত চরিত্রের চিত্র দ্বারা লোকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য বুঝিতে পারে, যে সমস্ত চরিত্রের অনুকরণে লোকে আপন আপন চরিত্র গঠন করিয়া জীবনে ধন্য হইতে পারে, এবং যাহার অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, পুরাবৃত্ত লোকশিক্ষার জন্য সাধারণতঃ সেই সমস্ত চরিত্র চিত্রিত করিয়া থাকে। মহাভারতে সেইরূপ বহুল দেবচরিত্র, ঋষিচরিত্র ও রাজচরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের পাতিব্রত্যধর্ম্মাদি শিক্ষার জন্য অনেক আদর্শ নারীচিত্রও অঙ্কিত দেখা যায়। সেই সমস্ত প্রাচীন ইতিবৃত্ত ব্যতীত কুরুপাণ্ডবগণের যে ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অতুলনীয়। এক পক্ষে ধর্ম্মের আর এক পক্ষে অধর্ম্মের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র সমরকে ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভারতের দুইটি শ্লোকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পক্ষের দুইটি সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেই দুইটির উল্লেখ করিতেছি।

"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥"

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধস্ককর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ ফলপুষ্পে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥"

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুলসহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, অমনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পক্ষের যুদ্ধে শেষে যে ধর্ম্ম পক্ষেরই জয় লাভ হয়, মহাভারতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্ত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ ॥

ইহাই মহাভারতের সারবাক্য। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধোপলক্ষে যে সমস্ত বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ হয়। পিতামহ ভীষ্মদেবের অপূর্ব্ব চরিত্র, সেই আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ, জগতে অতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা আজিও অননুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভীমার্জ্জুনের ভ্রাতৃভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। আবার দুর্য্যোধনের দাম্ভিকত্ব, শকুনির কুটিলতা, দুঃশাসনের পাপপ্রবৃত্তি, কর্ণের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মিশ্রণে গঠিত বিচিত্র চরিত্র, ইহা আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বোপরি ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লোকশিক্ষা অতি রমণীয় ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ফলতঃ এমন সুন্দর চরিত্রচিত্র জগতের আর কোনও সাহিত্যে বা ইতিহাসে

আছে কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত অপূর্ব্ব চরিত্র চিরদিন আমাদের সমাজে গীত হইয়া আসিতেছে, তাই কখনও কখনও হিন্দুসমাজ হইতে তাহার অনুকরণের চেষ্টা হইয়াছিল। কি রাজস্থান, কি মহারাষ্ট্র, যেখানে যেখানে ধর্ম্মযুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল, এই মহাভারতের আলোচনা ও অনুকরণ তাহার মূলে নিবিষ্ট ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। এই পঞ্চম বেদের পাঠে ও আলোচনায় হিন্দুসমাজ অনেক দিন আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত; তাহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্য পর্ব্বকে ইহার পরিশিষ্টও বলা হইয়া থাকে। অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে মহাভারতের উৎপত্তি ও প্রচারের বিবরণ ও পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সমস্ত পর্ব্বের উল্লিখিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। কিরূপে বেদব্যাস মহাভারত রচনা করা ইচ্ছা করেন এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ই বা কি, এবং জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তাহা কিরূপে গীত হইয়াছিল, পরে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের সম্মুখে সৌতি তাহা কিরূপে প্রচার করেন; এই সমস্ত বৃত্তান্তসহ মহাভারতের স্থূল স্থূল বিবরণ অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ হইতে অনেক প্রধান ঘটনার কথাও অবগত হওয়া যায়। পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ে অষ্টাদশ পর্ব্বের নাম, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ও কোন্ কোন্ পর্ব্বে কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই দুইটি অধ্যায় আদিপর্ব্বের অন্তর্গত, এবং ইহাই মহাভারতের প্রথম দুই অধ্যায়। উহা হইতে মহাভারতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। সমগ্র মহাভারতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, অনুক্রমণিকা

ও পর্ব্বসংগ্রহ তাহার আভাস প্রদান করিয়া থাকে। ফলতঃ এই দুই অধ্যায় পাঠ করিলে, মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে পারা যায়।

মহাভারত পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহার বর্ণনার বিষয় লইয়া জগতের অনেক সাহিত্যের কাব্য নাটকাদি রচিত হইতে দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যও মহাভারত দ্বারা যেরূপ পুষ্ট হইয়াছে, জগতের অন্য কোন সাহিত্য সেরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা ভাষাতে প্রথমে ছন্দে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছিল। সঞ্জয় ও কবীন্দ্রপরমেশ্বর পদ্যে মহাভারতের কথা বহুপূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পর কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্তমিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ কবিচন্দ্র, উৎকলকবি সারণ, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, রাজারাম দত্ত প্রভৃতি ভারতকথা প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার হয় নাই। যখন হইতে কাশীরামদাসের মহাভারত রচিত হয়, সেই সময়ে হইতে মহাভারতের কথা বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে গীত হইতে থাকে। তখন হইতে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান," ইহা বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হয়। কাশীরামের পর তাঁহার পুত্র নন্দরাম দাস, এবং দ্বৈপায়ন দাস, নিমাই পণ্ডিত, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, বল্লভদেব, লোকনাথ দত্ত, মধুসূদন নাপিত, শিবচন্দ্র সেন, ভৃগুরাম দাস প্রভৃতিও মহাভারতের কথা রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীরামের মহাভারতের ন্যায় আর কোন মহাভারত বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যে আদরণীয় হয় নাই।

উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থ পদ্যে অনূদিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে মূল

মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য অনেক পুরাণাদির উপাখ্যানে পূর্ণ থাকায় তাহাদিগকে মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না। কালীপ্রসন্ন সিংহমহোদয় মূল মহাভারতকে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য মহাভারতের গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিতের সাহায্যে বিশাল অষ্টাদশ পর্ব্বের অনুবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। যদিও তাঁহার অনুবাদ সকল স্থানে মূলের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিয়াছে, তথাপি তাহা হইতে মূলের সকল কথাই অবগত হওয়া যায়। এই অনুবাদের ভাষাও প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। যদিও ইহাতে অনেক সংস্কৃতমূলক শব্দের ব্যবহার আছে, তথাপি ভাষা যত দূর প্রাঞ্জল করিতে পারা যায়, তাহারও চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে অপভাষার সম্পর্ক নাই। যে ভাষায় গম্ভীর-বিষয়ের অবতারণা করা সমীচীন, এই অনুবাদে সেই ভাষাই অবলম্বিত হইয়াছে। বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যের মধ্যে ইহা যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এরূপ শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে বিরল, এবং এরূপ গুরুগম্ভীর ভাষাও বাঙ্গলার অল্প সাহিত্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের পর বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে মহাভারতের এক গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়াছিল। সিংহমহাশয় তাঁহার হুতোমপ্যাঁচার নক্সার বারোইয়ারি পূজার দুর্ব্বোধ্য সংগুলির সহিত তাহার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—"সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্মগ্রহণ করা ভার!" ফলতঃ

সিংহের অনূদিত মহাভারত অপেক্ষা তাহা যে দুর্বোধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর প্রতাপচন্দ্র রায় সিংহের অনুবাদ অবলম্বন করিয়া সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে মহাভারতের এক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও জনসাধারণের নিকট আদরণীয় হইয়াছিল। কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্য্যে, প্রাঞ্জলতায় ও বিশুদ্ধিতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদই শ্রেষ্ঠ। সিংহমহাশয়ের ভাষা প্রকৃত সিংহের ভাষার ন্যায়ই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। এই অনুবাদে বাঙ্গলা সাহিত্যের যে মহোপকার সংসাধিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাই সিংহমহাশয় বাঙ্গালীর নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

অনুক্রমণিকাধ্যায়।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধান করত, সকলে সমবেত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোম-হর্ষণপুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীত ভাবে তথায়

নারায়ণ—পরমাত্মা, মুনিবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ।

নরোত্তম—নর হইতে উত্তম ও উত্তম নর।

নর—জীবাত্মা, মুনিবিশেষ, অর্জ্জুন।

সরস্বতী—বিদ্যাদেবী, বাগ্‌দেবী, যিনি বিদ্যা বিজ্ঞান ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী।

জয়—মহাভারত।

কুলপতি—যে মুনিশ্রেষ্ঠ অন্নদানাদির দ্বারা বহুসংখ্যক মুনিকে প্রতিপালন করেন।

অধ্যাসীন—উপবিষ্ট।

পৌরাণিক—পুরাণবিৎ।

সৌতি—সূতজাতীয় পুরাণবক্তা বিশেষ।

সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও অতিথির যথোচিত পূজা করিয়া বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করত আপনারাও যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে ঋষিরা তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কমললোচন সূতনন্দন! এখন কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোন্ কোন্ স্থানেই বা পর্য্যটন করিলে তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। সৌতি এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে অতি শান্তপ্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়ন-মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহুবিধ তীর্থ দর্শন ও অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করত পরিশেষে সমন্তপঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে যথায় কুরু ও পাণ্ডব এবং উভয় পক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল,

বিশ্রান্ত—ক্লান্তিশূন্য
প্রোক্ত—কথিত
সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্র
তুমুল—ঘোরতর

তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। যেহেতু আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষাৎ-ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজস্বী ঋষিগণ! আপনারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া অতি পূতমনে আসনে উপবেশ করিয়া আছেন; অনুমতি করুন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পৌরাণিক কথা কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস ইহার মধ্যে কি বর্ণন করিব। ঋষিগণ কহিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ করি। কারণ যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানা শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদ চতুষ্টয়ের অনুগত হইয়াছে এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে পাপভয়ের নিবারণ হয়। ঋষিগণের প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি এই অখণ্ড

ব্রহ্মস্বরূপ—ব্রহ্মতুল্য, মহাজ্ঞানী
আহুতি—দেবতার প্রীতি উদ্দেশে
অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য প্রক্ষেপ
পূত—পবিত্র।
ইতিবৃত্ত—অতীতবৃত্তান্ত

উপাখ্যান—ইতিবৃত্ত
সঙ্কলন—সংগ্রহ
আত্মতত্ত্ববিষয়ক—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধীয়
অখণ্ড—অনন্ত, পূ৲

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা, শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্ত-মনে ধ্যান, মনন ও অতি কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিসর্জ্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই অতি দুষ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করি-

ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ
অধীশ্বর—একমাত্র ঈশ্বর বা কর্ত্তা
স্থাবর—স্থিতিশীল
জঙ্গম—গতিশীল
স্রষ্টা—সৃষ্টিকর্ত্তা
পাতা—পালনকর্ত্তা
পরব্রহ্ম—চৈতন্যস্বরূপ
হুতাশন—অগ্নি
সাক্ষাৎকার—দর্শন, একাত্মতা, একীভাব
প্রত্যাশা—আকাঙ্ক্ষা
একান্তমনে—একমনে

ধ্যান—ঈশ্বরচিন্তা
মনন—অনবরত চিন্তা, ধারণা
কঠোর—কঠিন
ব্রত—পুণ্যজনক কর্ম্ম
অনুষ্ঠান—সম্পাদন
মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ—অজ্ঞানদ্বারা ভ্রমপূর্ণ
সংসার—জগৎ
বিরক্তি—অননুরাগ, ঔদাস্য
উপাসনা—আরাধনা
বিসর্জ্জন—ত্যাগ
দুষ্কর—কঠিন
হস্তক্ষেপণ—হাত দেওয়া

তেছে, সেই অনাদি অনন্ত অভিলষিত ফলদাতা বিশ্বপাতা চরাচরগুরু হরির চরণে প্রণিপাত করিয়া বেদব্যাসপ্রণীত অতি পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই বিশাল মহীতলে কতশত মহাত্মারা ঐ ইতিহাস কহিয়া গিয়াছেন, অনেকেই কহিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ কালেও কহিবেন। ব্রাহ্মণেরা বহু কষ্টে অভিনিবিষ্টচিত্তে সংক্ষেপে বা সবিস্তরে যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা, সেই বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাসকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতিনীতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা নানা সুচারুশব্দ ও রমণীয় ভাবে পরিপূর্ণ এবং নানা প্রকার ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে

অনাদি—উৎপত্তি রহিত
অনন্ত—যাহার শেষ বা বিনাশ নাই
অভিলষিত—বাঞ্ছিত
ফলদাতা—যিনি ফল বা প্রয়োজন দান করেন
বিশ্বপাতা—সংসারপালক
চরাচরগুরু—স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা
প্রণিপাত—প্রণাম
বিশাল—বিস্তৃত
মহীতলে—পৃথিবীতে
অভিনিবিষ্ট—অন্তঃপ্রবিষ্ট, আগ্রহান্বিত
সুচারু—অতিশয় মনোহর
ছন্দোবন্ধ—পদ্যবন্ধ
নিবদ্ধ—গ্রথিত
অলঙ্কৃত—অলঙ্কার শোভিত
অন্ধকার—অপ্রকাশিত অবস্থা, অব্যক্ত অবস্থা.

আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি অনন্ত অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতাঃ, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু, জন্ম লাভ করেন। মহর্ষিগণ একতান মনে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধুগণ, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ সঞ্জাত হইল। কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্বসংসার সমুদায়ই সেই একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইবে, আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যাদৃশ, কোন ঋতুর পর্য্যায়কালে সমুদায় ঋতুলক্ষণ একৈকশঃ

অণ্ড—ব্যক্ত জগৎ, বিশ্বগোলক, জগতের উপাদান
অচিন্তনীয়—চিন্তার অতীত
অনির্ব্বচনীয়—বাক্যের অতীত
সত্যস্বরূপ—সত্তামাত্রাবশিষ্ট, নিত্যস্বরূপ, সর্ব্বকালে বিদ্যমান
নির্ব্বিকার—বিকার বা পরিবর্ত্তনহীন
জ্যোতির্ম্ময়—চৈতন্যময়
প্রজাপতি—সৃষ্টিকর্ত্তা
একতান—একাগ্র
অপ্রমেয়—অপরিমেয়, বিভু, বিরাট্
প্রলয়—ক্ষয়কাল
পর্য্যায়—পালা
একৈকশঃ—এক এক করিয়া

পরিদৃশ্যমান হয়, তাদৃশ যুগপ্রারম্ভে জীব, জন্তু ও অন্যান্য সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয় পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও স্থিতি এই-রূপে সংসারচক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতাগণ সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, মহ্যু, এই কয়েকটি দিবের পুত্র। মহ্যুর পুত্র দেবভ্রাট্ ও সুভ্রাট্। সুভ্রাটের তিন পুত্র, দশ-জ্যোতি, শতজ্যোতি ও সহস্রজ্যোতি। মহাত্মা দশ-জ্যোতির দশ সহস্র পুত্র জন্মে। শতজ্যোতির তাহা অপেক্ষা দশগুণ এবং সহস্রজ্যোতির শতজ্যোতি অপেক্ষা দশগুণ পুত্র হয়। এই সকল হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ও ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য প্রভূত রাজর্ষিবংশ সম্ভূত হয়।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল, তাহাদিগের অবস্থিতি স্থান, ত্রিবিধ রহস্য, চারি বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র,

পরিদৃশ্যমান—দৃষ্টিগোচর
স্বভাব—আত্মভাব, প্রকৃতি
পরিগ্রহ—গ্রহণ
উৎপত্তি—সৃষ্টি
নিরবচ্ছিন্ন—নিরন্তর

প্রভূত—অনেক, বহু
ত্রিবিধ রহস্য—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরহস্য
যোগশাস্ত্র—জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগ বিষয়ক, মুক্তিবিষয়ক শাস্ত্র
বিজ্ঞান শাস্ত্র—তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র

ধর্ম্মার্থকামপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লৌকযাত্রাবিধান, এই সমস্ত মহাত্মা বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তরতঃ ও সংক্ষেপতঃ কথিত আছে। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ মহাভারতের প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীক পর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি আরম্ভ বিবেচনা করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিশেষ অনুধাবন করিয়া সুপ্রচার করেন। কেহ মহাভারতের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, কেহ বা ইহার ধারণায় সুনিপুণ। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। রচনা করিয়া কি প্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন এরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্যবতীতনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাস-

ধর্ম্মশাস্ত্র—স্মৃতিশাস্ত্র
অর্থশাস্ত্র—ভূমিধনাদিপ্রাপ্তিবিষয়ক শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র
কামশাস্ত্র—স্বর্গাদিপ্রাপ্তিবিষয়ক শাস্ত্র
প্রতিপাদক—জ্ঞাপক, নির্ণায়ক
লোকযাত্রাবিধান—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বিধিপ্রদর্শক নীতিশাস্ত্র বিশেষ
সনাতন—নিত্য, চিরস্থায়ী
তত্ত্বজ্ঞান—আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান
নিগূঢ়—গুপ্ত
মর্ম্ম—তত্ত্ব
অনুধাবন—নিশ্চয়ানুসরণ
ধারণা—মনে স্থির রাখা
আবির্ভূত—উপস্থিত, প্রকাশিত

দেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হিরণ্যগর্ভ আসন পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুমতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সন্নিধানে অতি প্রীত-মনে ও প্রফুল্ল নয়নে উপবেশন করত সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সারসঙ্কলন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, ইহার নির্ণয় বিবিধ ধর্ম্ম-ও আশ্রমলক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য,-পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহাদিগের বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও

হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা
সঙ্কলন—সংগ্রহ
জরা—বার্দ্ধক্য
ব্যাধি—পীড়া
ভাব—সত্তা, অস্তিত্ব
অভাব—অসত্তা ও অবিদ্যমানতা
আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থা
নিদান—মূলকারণ
নিদর্শন—চিহ্ন
চাতুর্ব্বর্ণ্য—চারি জাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র
তপস্যা—ঈশ্বরারাধনার উদ্দেশে চিত্ত-শুদ্ধির জন্য বেধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ
ব্রহ্মচর্য্য—ইন্দ্রিয়সংযম
ভূতভাবন—সৃষ্টিকর্ত্তা
দিব্য—দেবতাসম্বন্ধীয়, স্বর্গীয়

কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধ-কৌশল জাতিবিশেষ, লোকযাত্রাবিধান এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে এক জন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য বৈ কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে; সুতরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার লেখক হইবেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীসুত গণেশকে স্মরণ করিলেন।

অভিমত—অভিপ্রেত
মহানুভব—মহাপ্রভাব
মুনি—দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে আসক্তিশূন্য, আসক্তি ভয় ক্রোধ হীন, স্থির ধীসম্পন্ন তপস্বী
ব্রহ্মবাদিনী—বেদবাদিনী
প্রখ্যাত—প্রসিদ্ধ
অন্তর্হিত—তিরোহিত
সত্যবতীসুত—ব্যাস

গণপতি স্মৃতিমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যথোচিত সংকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, হে গণনায়ক! মনঃ-সংকল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্ননাশক গণেশ বেদ-ব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মুনে! যদি লিখিতে লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিঘ্ননাশক! কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়াও আপনি লিখিতে পারিবেন না। গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ-গ্রন্থি-স্বরূপ কূট-শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহেন যে, এই ভারতগ্রন্থে অষ্ট সহস্র ও অষ্টশত এরূপ শ্লোক আছে যে, তাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে কেবল আমি ও শুক পারে। সঞ্জয় পারে কিনা সন্দেহস্থল। অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন না। অধিক কি গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থ বোধ করিবার নিমিত্ত

সংকার—সমাদর, পূজা
মনঃসংকলিত—মনে স্থিরীকৃত
বিঘ্ননাশক—বাধাহর

গ্রন্থ-গ্রন্থি-স্বরূপ—গ্রন্থের দুর্ভেদ্য (দুর্বোধ) স্থান
কূট—গূঢ়, দুর্বোধ

ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

প্রথমতঃ লোকসকল অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা সেই মহাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে। তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে। মোহতিমির নিরাস করিয়া এই ইতিহাসস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে।

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ। সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আস্তীক ইহার মূল, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ও অরণ্য ইহার বিটঙ্ক, অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্‌যোগ পর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণপর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষিক-পর্ব্ব ইহার সুশীতল-চ্ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার মহাফল,

তিমির—অন্ধকার
সমাচ্ছন্ন—আবৃত
জ্ঞানাঞ্জন শলাকা—জ্ঞানরূপ নেত্রদীপ্তি-বর্দ্ধক কজ্জলশলা।
উন্মোচন—খোলা
নেত্রোন্মীলন—চক্ষু খোলা
শ্রুতি—বেদ
কুমুদ—হেলাফুল
নিরাস—নিরাকরণ, নিষ্কাশন
বিটঙ্ক—পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান

অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়স্থান। শল্যপর্ব্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ। যেমন মেঘ সকলের উপজীব্য, তাদৃশ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের উপজীব্য হইবে। এক্ষণে ঐ ভারত মহা-দ্রুমের সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় বলিব।

অতি পূর্ব্বকালে ভগবান বাদরায়ণি জননী সত্যবতীর অনুমতিক্রমে এবং ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়প্রতিম অতি বীর্য্যবান্ তিন সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম ধৃত-রাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। মহর্ষি ইঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন পুত্র জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত সুপ্রচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্পসত্রকালে রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কহিতে অনুমতি করেন। বৈশম্পায়ন আহ্নিক-কর্ম্ম সমাপনান্তে সেই মহতী সভায় উপবেশন করিয়া ভারত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

উপজীব্য—আশ্রয়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করা যায়।
বাদরায়ণি—ব্যাস
নিয়োগ—আজ্ঞা
লোকান্তর—পরলোক
সর্পসত্র—সর্পযজ্ঞ
আহ্নিক—সন্ধ্যাবন্দনাদি
সমাধানান্তে—শেষ করিয়া

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, স্বগ্রন্থে দ্বৈপায়ন এই সকল অবিকল বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভারত-সংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সারসঙ্কলন করিলেন।

বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোকে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ, এবং নরলোকে একশত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান, এবং ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কহিব।

ধর্ম্মশীলতা—ধর্ম্মপরায়ণতা
সরলতা—অকপটভাব
দুর্ব্বৃত্ততা—দুশ্চরিত্রতা
সংহিতা—সংগৃহীত শাস্ত্র
অনুক্রমণিকা—উপক্রমণিকা
নিখিল—সমস্ত

বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প। অমনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

রাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রম প্রভাবে নানাদেশ অধিকার করিয়া অবশেষে বনবাসী ঋষিদিগের সহিত অরণ্যে মৃগয়ারসপরবশ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়াকালে সম্ভোগাসক্ত একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিলে, ঐ মৃগ মৃত্যুকালে তাঁহাকে এইরূপে অভিশাপ দিল, মহারাজ! আপনি সম্ভোগসময়ে যেমন আমার প্রাণসংহার করিলেন, তাদৃশ আপনিও অতঃপর সম্ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। সুতরাং তদবধি অনপত্যতানিবন্ধন তিনি অত্যন্ত বিপদে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ হইল। কুন্তী ও মাদ্রী ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র আশ্রমে পাণ্ডবগণকে লালন

বক্ষ্যমাণ—যাহা পরে উক্ত হইবে
স্কন্ধ—গাছের গুঁড়ি
অমনীষী—মনোদমনে অসমর্থ
পরবশ—বশবর্ত্তী
অভিশাপ—অভিসম্পাত
অনপত্যতা—পুত্র না হওয়া

পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিরা জটাবল্কল-ধারী পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপনীত করিয়া কহিলেন, ইহারা পাণ্ডুপুত্র, অরণ্যে আমাদের প্রযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা আপনাদিগের পুত্র, মিত্র, শিষ্য, সুহৃৎ ও ভ্রাতৃস্বরূপ, এই বলিয়া ঋষিরা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডবকে এইরূপে সকলের পরিচিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে, কৌরব ও পুরবাসী সহর্ষে সকলেই মহাকোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার সন্তান নহে, কেহ কেহ কহিল, তাঁহারই বটে, কেহ কেহ বলিল, বহুকাল হইল পাণ্ডুরাজা লোকান্তরিত হইয়াছেন, সুতরাং ইহারা তাঁহার পুত্র ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমরা অদ্য পাণ্ডুরাজার সন্ততি দেখিলাম। এইরূপ কথাই সকল স্থানে লোকের মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঐ কোলাহল নিবৃত্ত হইলে আকাশবাণী হইল। পুষ্পবর্ষণ-সহকারে সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ পাণ্ডুপুত্রদিগের নগরপ্রবেশকালে এই সকল শুভ লক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। পুরবাসিগণ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

বল্কল—গাছের ছাল
উপনীত—উপস্থাপিত
পুরবাসী—নগরবাসী
আকাশবাণী—দৈববাণী
সমীরণ—বাতাস
সঞ্চরণ—চলন

অনন্তর পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করত পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর গুরুশুশ্রূষায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রকৃতিরা অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত সমস্ত ভূপাল সম্মুখে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করিয়া স্বয়ম্বরা কন্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। তদবধি অর্জ্জুন সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে পূজ্য হইলেন, এবং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ হইতেন। কেহই তাঁহার দুর্ব্বিষহ বীর্য্য সহ্য করিতে পারিত না। মহাবীর অর্জ্জুন নিজ ভুজবলে সমস্ত ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সৎপরামর্শে, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাহুবলে দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ ও পরাক্রান্ত শিশু-

অকুতোভয়—নির্ভয়
শুশ্রূষা—সেবা
বিনয়—নম্রতা
শৌর্য্য—বীরত্ব
প্রকৃতি—প্রজা
সমাধান—নিষ্পন্ন করা
স্বয়ম্বরা—স্বয়ং পতিগ্রাহিণী
সমরাঙ্গণ—রণভূমি
প্রচণ্ড—প্রখর
দিবাকর—সূর্য্য
দুর্নিরীক্ষ—যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য
দুর্ব্বিষহ—অসহ্য
দুর্দ্দান্ত—যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য, অশান্ত
পরাক্রান্ত—শক্তিসম্পন্ন

পালের বধসাধন করিয়া দীন দুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদান করিয় নিরাপদে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র-বসন, কম্বল, প্রাবার, আবরণ ও আস্তরণ রাশি রাশি এই সকল উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব-দিগের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল। বিশেষতঃ ময়দানব-নির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দেখিয়া তিনি যথোচিত পরিতাপ পাইলেন। সভাপ্রবেশকালে জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রম হইলে বাসুদেবের সমক্ষে, দুর্য্যোধন নিতান্ত নীচের ন্যায় ভীম কর্ত্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষ ভোগ-সুখ-সম্পন্ন হইলেও দিন দিন বিবর্ণ, কৃশ ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অভিমত অবগত হইযা তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও বিবাদের

প্রাবার—উত্তরীয়, আবরণ
আস্তরণ—যাহা দ্বারা অচ্ছাদন করা যায়, শয্যা
উপঢৌকন—উপহার
দুর্ম্মতি—দুর্ব্বুদ্ধি, কুমতিশালী
ঈর্ষা—পরশ্রীকাতরতা
পরিতাপ—সন্তাপ, শোক
দ্যূতক্রীড়া—পাশাদিক্রীড়া

অনুমোদন করিয়া দ্যূত প্রভৃতি দুর্নীতির উপেক্ষা করিলেন, তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় অবধারণ করিলেন না। সুতরাং বিদুর ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির অভিমত বিষয় স্মরণ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমাকে সমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সহসা অসূয়াপরবশ হইও না। দেখ, আমার জ্ঞাতিবিবাদে সম্মতি নাই এবং সমক্ষে কুলক্ষয় হয়, আমি তাহাতেও প্রীত নহি। আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া অদ্যাবধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্নভাব প্রদর্শন করি নাই। তথাপি পুত্রেরা ক্রোধপরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। আমি অন্ধ, সুতরাং পুত্রবৎসলতা বশতঃ সকলই সহ্য করিয়া থাকি। দুর্যোধন বিমোহিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই। দুর্য্যোধন মহানুভব পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে তাদৃশ

অনুমোদন—মতদান
দুর্নীতি—কুরীতি
উপেক্ষা—তুচ্ছ করা, তাচ্ছিল্য
অবধারণ—নিশ্চয় করা
অনভিমতে—অসম্মতিতে

অসূয়া—অন্যের গুণে দোষাবিষ্কার
অসূয়াপরবশ—ঈর্ষাযুক্ত
কুলক্ষয়—বংশনাশ
পুত্রবৎসলতা—পুত্রস্নেহ
বিমোহিত—মোহগ্রস্ত

সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভাপ্রবেশকালে সেইরূপ উপহসিত হইয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইল। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণস্থলে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে গান্ধাররাজের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল। হে সঞ্জয়! আমি সে বিষয়ের যাহা কিছু জানি, তাহা অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি গুণজ্ঞ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অবশ্যই আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণসমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রমপ্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরমসখ্যতা ভাবে ইন্দ্র-

সমৃদ্ধি—ঐশ্বর্য্য
উপহসিত—যাহাকে উপহাস করা গিয়াছে
আত্মসাৎ—আপনার আয়ত্ত
অবিকল—সম্পূর্ণ, যেরূপ হওয়া আবশ্যক ঠিক সেইরূপ
মেধাবী—জ্ঞানী
যুক্তিসঙ্গত—ন্যায্য
লক্ষ্যভেদ—বেধ্য পদার্থ ভেদ করা
স্ববিক্রম প্রভাবে—আপনার বীরত্ব মহিমায়
[illegible]

প্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন মূষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শরজাল বিস্তার করত সেই বৃষ্টি নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জতু-গৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদৃপ্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে এবং দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ

নিরবচ্ছিন্ন — নিরন্তর
মুষলধারে — লৌহাগ্র যষ্টির ন্যায় ধারায়, বড় বড় ধারায়
দিব্য — স্বর্গীয়, দেবতা হইতে প্রাপ্ত
শরজাল — বাণসমূহ
হুতাশন — অগ্নি
ধীশক্তিসম্পন্ন — বুদ্ধিমান
অভীষ্টসিদ্ধি — বাঞ্ছাপূরণ
বলদৃপ্ত — বলগর্ব্বিত
দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে — নানা দিকে অধিকার বিস্তার সম্পর্কে
অনুষ্ঠান — নির্ব্বাহ, সম্পাদন
অশ্রুমুখী — যাহার মুখ বহিয়া অশ্রু পড়ে
সনাথা — যাহার স্বামী আছে

দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন বনপ্রস্থানকালে জ্যেষ্ঠ-ভক্তিপরায়ণতা-প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশ-স্বীকার সহকারে বিবিধ হিতচেষ্টা করিতে শ্রবণ করিলাম এবং ভিক্ষোপজীবী মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপাত মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথা-বিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদানদৃপ্ত ও দেবতা-দিগের অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগকে অর্জ্জুন

পরিধেয়— পরিধানযোগ্য, পরিবার উপযুক্ত
পাশক্রীড়া—পাশাখেলা
রাজ্যচ্যুত—রাজ্যহারা
সুশীল—সচ্চরিত্র
অনুগত—আশ্রিত

ভিক্ষোপজীবী —ভিক্ষা যাহাদের জীবিকা, ভিক্ষাজীবী
স্নাতক—ব্রহ্মচর্য্য সমাধানানন্তর যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট
কীরাত—ব্যাধ
বরদানদৃপ্ত—বর দানে গর্ব্বিত

পরাজয় করিয়াছে, এবং দুর্দ্দান্ত দানবদল দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে তখন আর আমার জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম কর্ণের পরামর্শক্রমে ঘোষযাত্রাগত মৎপুত্রেরা গন্ধর্ব্বদ্বারা সংযত ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আমার আর জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার স্বীকার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম বিরাটনগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম বিরাটরাজ স্বসুতা উত্ত-

দানবদল—অসুরসমূহ
কৃতকার্য্য—যাহার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, কৃতকর্ম্মা
প্রত্যাগমন—ফিরিয়া আসা
দুর্গম—অতি কষ্টে যেখানে গমন করা যায়
সংযত—বদ্ধ
বিমোচিত—মুক্ত
প্রচ্ছন্ন—গুপ্ত
অজ্ঞাতবাস—গুপ্তবাস
অনুসন্ধান—অন্বেষণ

রাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জ্জুনও আপন পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নিষ্কাসিত ও স্বজনবহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ, যাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎ নর-নারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরিতার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও

প্রতিগ্রহ—গ্রহণ
নির্জ্জিত—পরাজিত
নিষ্কাসিত—নির্ব্বাসিত বিতাড়িত
স্বজনবহিষ্কৃত—আত্মীয় হইতে দূরীকৃত
অক্ষৌহিণী—২১৮৭০ হস্তী, ৬৫৬১০ অশ্ব, ১০৯৩৫০ পদাতি, ২১৮৭০ রথ সমুদায়ে ২,১৮,৬০০ সৈন্য
বলি—বিরোচন পুত্র, প্রহ্লাদের পৌত্র
ত্রিবিক্রম—যিনি ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছেন
উদ্দেশ্য—অভিসন্ধি, অভিপ্রায়
সংসাধন—সম্পাদন
নিরীক্ষণ—দর্শন
হিতসাধন—কল্যাণসিদ্ধি
বিবাদভঞ্জন—কলহভঙ্গ
চরিতার্থ—কৃতকার্য্য

দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য কায়মনোবাক্যে নিরবচ্ছিন্ন তাহাদিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, "ভীষ্মদেব, তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না" কর্ণ এই কথা কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণ-

দীনা—দুঃখিতা
সান্ত্বনাবাক্যে—প্রবোধবাক্যে
কায়মনোবাক্যে—শারীরিক, মানসিক ও বাচিক ভাবে
শুভানুধ্যান—মঙ্গলচিন্তা
সেনাধিকার—সেনাপতিত্ব

মোহাচ্ছন্ন—মুগ্ধ
চতুর্দ্দশ ভুবন—তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল, এই সপ্তপাতাল এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত স্বর্গ।

ক্ষেত্রে দশ সহস্র লোকের প্রাণসংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট করত শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমিভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু ইন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহারা পাণ্ডবদিগের অনুকূল আছেন এবং দুরন্ত হিংস্রজন্তুগণ যাত্রাকালে আমাদিগকে নানাপ্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন

বধোপায়—নাশোপায়
অবধারণ—নিশ্চয়
মৎপক্ষীয়—আমাদের দিকের
বিদ্ধকলেবর—ক্ষত বিক্ষতদেহ

শরশয্যা—বাণদ্বারা প্রস্তুত শয্যা
শয়ান—যে শয়ন করিয়া থাকে
অনুজ্ঞা—আদেশ
বিভীষিকা—ভীতি

আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিচিত্র-বীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রযোগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ সংশপ্তকগণ, যাহারা অর্জ্জুনবিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সতত সাবধানে যাহার সংরক্ষণ করিতেছেন, সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করত তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়া সহসা প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুনবিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে, অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রু-সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে

বিচিত্রবীর্য্য—যাহার বীরত্ব বিস্ময়কর
অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য অস্ত্রচালনদক্ষতা
ব্যবস্থিত—নিযুক্ত
দুর্ভেদ্য—যাহা কষ্টে ভেদ করা যায়
ব্যূহ—সৈন্যরচনা।
প্রতিজ্ঞাপাশ—অঙ্গীকাররূপ রজ্জু

বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্বচতুষ্টয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাসুদেব বন্ধন উন্মোচন করত তাহাদিগকে জল পান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগদ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন, ও সে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভাগ্যবলে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা ও শল্য ইহাঁরা প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া সমক্ষে জয়দ্রথবধে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজদত্ত দিব্যশক্তি ঘোররূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের বধনিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধন করিবার নিমিত্ত যে একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে

ক্লান্ত—অতিশয় শ্রান্ত
যোজনা—যোগ
প্রতীকার—বৈরনির্য্যাতন
পরাঙ্মুখ—বিমুখ
দিব্যশক্তি—স্বর্গীয় শক্তিনামক অস্ত্রবিশেষ
ঘোররূপী—ভয়ঙ্কর
পুরুষঘাতিনী—যাহাদ্বারা একটি মাত্র পুরুষ বিনষ্ট হয়

স্থিরনিশ্চয়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রীসুত নকুল অসংখ্যলোক-সমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাহ। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অতি-পরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন, মহাবীর্য্য কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণনাশ করিয়াছেন,

বিশস্ত্র—নিরস্ত্র
সম্মুখীন—সম্মুখবর্ত্তী
দ্বৈরথ—যে যুদ্ধে দুইজন মাত্র রথী পরস্পর যুদ্ধ করেন
সমরশায়ী—যুদ্ধে নিহত
দুর্দ্ধর্ষ—যাহাকে সহজে পরাভব করা যায় না।
মহাবীর্য্য—মহাবীর
স্পর্দ্ধা—অন্যকে পরাভব করিবার ইচ্ছা, আস্ফালন

তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব কলহ ও দ্যূত প্রভৃতি কতিপয় দুর্নীতির নিদান ও অতি-মায়াবী প্রবল সৌবলকে মৃত্যুমুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন, গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পুত্রপঞ্চক বিনাশ করত অতি ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম অর্জ্জুন "স্বস্তি" বলিয়া অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামাও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া

মায়াবী—কপটাচারী
সৌবল—শকুনি
জলস্তম্ভ—মন্ত্রাদিদ্বারা জলগতি নিবারণ
অনুরূপ—তুল্য
সমবেত—সম্মিলিত
প্রসুপ্ত—নিদ্রিত
পুত্রপঞ্চক—পাঁচপুত্র।
স্বস্তি—হাঁ, আচ্ছা, শুভ
অমোঘ—অব্যর্থ
মন্ত্রপূত—মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত

উত্তরার গর্ভনাশ করেন, তদুপলক্ষে দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদায় আত্মীয় স্বজনের নিধনদশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতি দুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের পক্ষীয় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি সমুদায়ে দশজন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক্ শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই। মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণধারণ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম; বিশেষতঃ আমার জীবনের আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। সুতরাং এই অবস্থায় অবিলম্বে দেহ বিসর্জ্জন

দুষ্কর—দুঃসাধ্য
জীবলোক—সংসার
শোকময়—দুঃখপূর্ণ
বিহ্বল—বিবশ, মন্দীভূত
দুর্দ্দশাগ্রস্ত—দুরবস্থাযুক্ত
কাপুরুষ—ভীরু, সাহসহীন

করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সঞ্জয় কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদ মুখে আপনি শুনিয়াছেন, শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, শুভকর্ম্মা, যযাতি, ইহাঁরা প্রখ্যাত রাজর্ষিবংশে প্রসূত হইয়া অলৌকিক যশ, অসামান্য কীর্ত্তি ও ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে কালবশে এই সুখময় পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে শৈব্য রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলে মহর্ষি নারদ এই চতুর্ব্বিংশতি উপাখ্যান তাঁহার সম্মুখে কীর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন, পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু,

শ্রেয়স্কর—মঙ্গলজনক
প্রখ্যাত—প্রসিদ্ধ
প্রসূত—উৎপন্ন
অলৌকিক—লোকাতীত
যশ—শৌর্য্যাদিপ্রভব খ্যাতি বা জীবিতের খ্যাতি
কীর্ত্তি—দানাদি প্রভব খ্যাতি বা মৃতের খ্যাতি
ধর্ম্মযুদ্ধ—ধর্ম্মপ্রধান যুদ্ধ, যুদ্ধের যেরূপ রীতি আছে তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া যে যুদ্ধ হয়।
কালবশে—কালায়ত্ততায়, কালের আয়ত্তে
অন্তরিত—অপসারিত, মৃত
উপাখ্যান—ইতিবৃত্ত
কীর্ত্তন—সবিস্তারে বর্ণনা

দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, প্রিয়ব্রত, শুচিব্রত, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধূর্ত্ত, দৃঢ়েধুধি, অবিক্ষিৎ মহা-পুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা; এই সকল ও অন্যান্য শত সহস্র সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। ইহাঁরা অশেষ ভোগ সুখ বিসর্জ্জন করিয়া নিধনদশায় নিপতিত হন। অনে-কানেক সদ্বিদ্বান্ প্রধান কবিগণ, প্রাচীন ইতিহাস কহি-বার সময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বলবান্ রাজাদিগের অতুল বিক্রম, সমধিক যশ, মহাত্মতা, সরলতা, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ ও দয়া এই সকল বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও পরি-শেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রেরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, লুব্ধপ্রকৃতি ও রোষপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সংহারদশায় এইরূপ কাতর হওয়া সমুচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত শাস্ত্রানুগামিনী আছে, অতএব এইরূপ

মহাত্মতা—মাহাত্ম্য, ঔদার্য্য
সরলতা—অকপটতা
আস্তিক্য—ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস
শৌচ—শুদ্ধি
ভূরি ভূরি—বহু, অনেক
নিদর্শন—দৃষ্টান্ত
লুব্ধপ্রকৃতি—লোভপরায়ণ
রোষপরায়ণ—ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত
সংহারদশায়—বিনাশাবস্থায়
শাস্ত্রানুগামিনী—শাস্ত্রমতবর্ত্তিনী

বিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া বারংবার শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ ও অনুপযুক্ত। আপনি দৈব নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই বিদিত আছেন। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ, দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। ভাব ও অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল, সর্ব্বজীবের সৃষ্টি ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন। কাল সর্ব্বজীবের দাহ ও কালই তাহার শান্তি করেন। ইহকালে যে সকল শুভাশুভ উপস্থিত হয়, সমুদয় কালমূলক। প্রজার সৃষ্টি ও সংহার সকলই কাল সহকারে ঘটিয়া থাকে, জীবলোক সকলই নিদ্রিত, একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্ব্বত্র

বিজ্ঞ জ্ঞানী
আক্রান্ত—কবলিত
অভিভূত—মোহিত
নিষিদ্ধ—নিবারিত
অনুপযুক্ত—অযোগ্য
দৈব—দেবকৃত
ভবিতব্য—অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্য, যাহা অবশ্য হইবে
অনুশোচনা—পশ্চাত্তাপ
অবিধেয়—অকর্ত্তব্য
জগতীতলে—ভুবনে, পৃথিবীতে
প্রতিকূলতাচরণ—বিপক্ষতাচরণ
অপরিবর্ত্তনীয়—স্থির, যাহার বদল হয় না।
কাল—সময়প্রবাহ
দাহ—সন্তাপ হনন

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে, সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেতন হওয়া সমুচিত নহে। এইরূপ প্রবোধবাক্যে সঞ্জয় পুত্রশোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও সুস্থচিত্ত করিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস এই বিষয়ের এক পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন এবং অতি বিচক্ষণ কবিগণ ঐ উপনিষৎ পুরাণে কীর্ত্তন করেন।

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাপের নাশ ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়। এই গ্রন্থে দেব দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ ও রাক্ষস ইহাদিগের বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত আছে। যিনি একমাত্র পবিত্র ও সত্যস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম, পণ্ডিতেরা যাঁহার অদ্ভুত রচনার ঘোষণা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য্য-কারণ-রূপ বিশ্বের নিয়ন্তা, যে অপ্রমেয় পুরুষের সুশাসন অস্খলিত

সর্ব্বভূত—সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ
অতিক্রান্ত—অতীত
অনাগত—ভবিষ্যৎ
প্রবোধবাক্য—সান্ত্বনাবাক্য
আশ্বস্ত—প্রবুদ্ধ
উপনিষৎ—ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থ
বিচক্ষণ—জ্ঞানী
সত্যস্বরূপ—সদ্রূপ, সংস্বরূপ
নিত্য—সনাতন অপরিবর্ত্তনীয়
পরব্রহ্ম—চৈতন্যস্বরূপ, উপাধিহীন বৃহৎ চৈতন্য
কার্য্যকারণরূপ—সৃষ্ট ও বীজস্বরূপ, ব্যক্তাব্যক্তরূপ
অপ্রমেয়—বিরাট্, বিভু
অস্খলিত—অবিচলিত

ও অপ্রতিহত প্রভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন শুভ সংসাধন করিতেছে, যিনি জন্ম-মৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সংযত করিয়া সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ যোগবলে আদর্শতলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে যাঁহার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করেন, যাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সকলই অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনাদি, অনন্ত-ভূত-ভাবন, ভগবান্, বাসুদেবের সুচরিত এই গ্রন্থে সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্মপরায়ণ ও পরম শ্রদ্ধাবান নর নিয়ম পূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। দুই সন্ধ্যা এই অনুক্রমণিকাধ্যায় পাঠ করিলে মনুষ্যেরা অহোরাত্রসঞ্চিত পাপ হইতে অবশ্যই বিমুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের কলেবর; সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দধির

অপ্রতিহত—অব্যাহত
সংযত—বদ্ধ
আদর্শতলগত—দর্পণমধ্যস্থ
প্রতিবিম্ব—প্রতিচ্ছায়া
বিশ্বরূপ—বিরাট্ মূর্ত্তি
ভূমানন্দ—অতিশয় আনন্দ
নিত্য—যে কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় জন্মে, যাহা প্রত্যহ করিতে হয়
নৈমিত্তিক—নিমিত্তজন্য বা কোন হেতু-জন্য কর্ম্ম, নিমিত্ত নিশ্চয় বদধিকারি-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, মাস সংবৎসরাদি বিশেষে নিয়মাপন্ন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম
ক্রিয়াকলাপ—কার্য্যসমূহ
অনুষ্ঠিত—আচরিত
অনাদি—যাহার আদি বা গোড়া নাই
অনন্ত—যাহার অন্ত বা শেষ নাই
ভূতভাবন—সৃষ্টিকর্ত্তা
ভগবান্—ঈশ্বর, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন
সুচরিত—সুন্দরচরিত
সম্যক্‌রূপে—উত্তমরূপে
পরম শ্রদ্ধাবান্—অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত
অহোরাত্রসঞ্চিত—দিবারাত্রসম্ভূত
সত্য—ব্রহ্ম
অমৃত—দেবত্বভাব

মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট। আস্তিক ব্যক্তিরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ভারতসংহিতার অন্ততঃ এক চরণ শ্রবণ করাইলেও তাহার পিতৃলোক তদ্দত্ত অন্নপানে পরিতৃপ্ত হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-প্রোক্ত এই মহাভারত কহিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি দুষ্কৃতি হইতে আশু বিমুক্ত হয়েন। যিনি প্রতি পর্ব্বাহে অতি পূতমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তিনি সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও তাহার সম্যক্ ফল লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোক শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘ জীবন, মহীয়সী কীর্ত্তি ও অন্তে স্বর্গবাস লাভ করেন।

নবনীত—ননী, মাখন
আরণ্যক—বেদাংশবিশেষ, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ
ওষধি—ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি,
অমৃত—সোমলতা
আস্তিক—যাঁহারা ঈশ্বর ও পরকাল মানেন
পিতৃলোক—চন্দ্রলোকের যে স্থানে পিতৃপুরুষেরা বাস করেন
প্রোক্ত—কথিত
ভ্রূণহত্যা—গর্ভস্থ সন্তানের নাশ
দুষ্কৃতি—পাপ
পর্ব্বাহ—অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথি এবং সংক্রান্তি
পূতমনে—পবিত্র অন্তঃকরণে
আবৃত্তি—ব্যাখ্যা না করিয়া গ্রন্থের উচ্চারণ বা পঠন
মহীয়সী—অতিমহতী

পূর্ব্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের এক দিকে চারি বেদ ও অন্য দিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণকালে ভারতসংহিতা সুরহস্য বেদ চতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল। তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে। কিন্তু ইহার অশেষ ভাব দূষিত হইলেই পাপের সঞ্চার হয়।

অনুক্রমণিকাধ্যায় সমাপ্ত॥

সমবেত—মিলিত
তুলাযন্ত্র—পরিমাণদণ্ড
সরহস্য—গূঢ়তত্ত্ব সমেত
ভারবত্ত্ব—গুরুত্ব
জীবিকা—জীবনোপায়
পাপাচার—পাপানুষ্ঠান

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পর্ব্বসংগ্রহ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমরা ভারতের অনুক্রমণিকা শুনিলাম, এক্ষণে সমন্তপঞ্চক নামক যে তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, তাহার যাহা কিছু বর্ণনীয় আছে সমুদায় শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। ঋষিদিগের এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অতি শিষ্ট-প্রকৃতি সৌতি কহিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদিগের সম্মুখে সমন্তপঞ্চক তীর্থের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গক্রমে সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। অদ্বিতীয় বীর পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে পিতৃবধবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তিনি স্ববিক্রম-প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমন্ত-পঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। শুনিয়াছি,

বর্ণনীয়—বর্ণনাযোগ্য
চরিতার্থ—কৃতার্থ
অতিশিষ্টপ্রকৃতি—অতিশান্তস্বভাব
প্রসঙ্গ—সম্পর্ক
কীর্ত্তন—বর্ণন
অবধান—মনোযোগ
অদ্বিতীয় -অতুল্য, যাহার সমান নাই
সন্ধি—মিলনকাল
উৎসন্ন—বিনষ্ট
শোণিতময়—রক্তপূর্ণ

তিনি রোষপরবশ হইয়া সেই হ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! তোমার এইরূপ অবিচলিত পিতৃভক্তি ও অসাধারণ বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বরপ্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই, এবং সেই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে প্রখ্যাত হয়, এরূপ বর প্রদান করুন। পিতৃগণ "তথাস্তু" বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর প্রদান পূর্ব্বক সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। তিনিও তদবধি ক্ষত্রিয়দিগের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না।

রোষপরবশ—ক্রুদ্ধ
তর্পণ—পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জল দান, তৃপ্তি
মহাভাগ—অতিশয় সৌভাগ্যশালী
অবিচলিত—স্থির
বর—দেবতাদির নিকট যাহা চাওয়া যায়, প্রার্থনা
অধীর—অস্থির চঞ্চল
সঞ্চয়—সংগ্রহ
প্রখ্যাত—প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত
তথাস্তু—তাই হউক
অভিমত—অভিপ্রেত, ইচ্ছিত
অধ্যবসায়—অবিশ্রান্ত উদ্যোগ, অবিচলিত উৎসাহ

সেই শোণিতময় পঞ্চ হ্রদের সন্নিধানে যে সকল প্রদেশ আছে, তাহাকেই পরম পবিত্র সমন্তপঞ্চক তীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কারণ পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে কোন বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত তাহা তন্নামেই প্রখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডব সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষবর্জ্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! ইহাই তাহার যথার্থ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সেই তীর্থ অতি পবিত্র ও রমণীয়। হে ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ! ত্রিলোকে ঐ দেশ যেরূপ বিখ্যাত, তাহা আপনাদের সমক্ষে কহিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ তুমি সকলই জান; অতএব কত নর, কত হস্তী, কত অশ্ব ও কত রথে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়া বল। সৌতি কহিলেন, এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে একটি পত্তি হয়। তিন

সন্নিধানে—নিকটে
সমন্তপঞ্চক—পঞ্চহ্রদের পর্য্যন্ত ভাগে, যাহা আছে
অন্তরে—মধ্যে
ঘোরতর—ভয়ানক
সংগ্রাম—যুদ্ধ
ভূদোষবর্জ্জিত—পার্থিবদোষশূন্য
ব্যুৎপত্তিলভ্য—প্রকৃতি প্রত্যয়জাত শব্দগত
সমক্ষে—নিকটে
সপ্রমাণ—প্রমাণসহিত, প্রমাণের দ্বারা স্থির

পত্তিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিনি বাহিনীতে এক পৃতনা; তিন পৃতনায় এক চমূ; তিন চমূতে এক অনীকিনী; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। এক অক্ষৌহিণীতে একবিংশতি সহস্র অষ্টশত ও সপ্ততি সংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, একলক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি এবং পঞ্চষষ্টি সহস্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে। আমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। সমন্তপঞ্চক তীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র সমাগত হইয়াছিল। সেই সেনা কৌরবদিগকে উপলক্ষ করিয়া কালের অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় শক্তি সহকারে তথায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। তন্মধ্যে পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশ দিবস যুদ্ধ করেন, দ্রোণ পাঁচ দিন কৌরব সেনা রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবল-পীড়ক কর্ণ দুই দিবস ও শল্য অর্দ্ধ দিবস মাত্র যুদ্ধ করেন। তৎপরে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহাও দিবসার্দ্ধ মাত্র। অনন্তর দিবসের অবসানে ও নিশার আগমন হইলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য

সংখ্যাতত্ত্ববিৎ—গণনাবিৎ, গণক
নিরূপণ—নির্ণয়
সমাগত—উপস্থিত
উপলক্ষ—অবলম্বন
অচিন্তনীয়—চিন্তাতীত
পরমাস্ত্রবেত্তা—অস্ত্র প্রয়োগে পারদর্শী, মহাযোদ্ধা
পরবলপীড়ক—শত্রুসৈন্যদমনকারী

সকলে একমত অবলম্বন করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে সুখ-প্রসুপ্ত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিলেন।

হে শৌনক! আপনার যজ্ঞে যে ভারতাখ্য ইতিহাস কহিব, বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পসত্র-কালে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের আরম্ভে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বে মহানুভব ভূপালদিগের বিচিত্র চরিত্র সম্যক্ রূপে বর্ণিত আছে। ইহা বহুবিধ উপাখ্যান ও অনেকানেক লৌকিক আচার ব্যবহারে পরি-পূর্ণ। যাদৃশ, মোক্ষার্থীরা একমাত্র পারত্রিক শুভ সঙ্কল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ, বিজ্ঞেরা, মঙ্গল লাভ প্রত্যাশায় এই পবিত্র ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন। যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তু মধ্যে আত্মা ও সকল প্রিয়বস্তু মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, সেইরূপ এই গ্রন্থ সর্ব্ব শাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যেমন অন্নপান ব্যতীত জীবন ধারণের

অসঙ্কুচিত—অকুণ্ঠিত
সুখপ্রসুপ্ত—সুখনিদ্রিত
ভারতাখ্য—ভারতনামক
সত্র—যজ্ঞ
মহানুভব—উদারস্বভাব
ভূপাল—রাজা
লৌকিক—লোকব্যবহারসিদ্ধ
আচারব্যবহার—রীতি-পদ্ধতি, প্রথা, নিয়ম
যাদৃশ—যেরূপ
মোক্ষার্থী—যাহারা মুক্তি প্রার্থনা করে
পারত্রিক—পারলৌকিক
শুভসঙ্কল্পে—মঙ্গলেচ্ছায়
বৈরাগ্য—বিবেক, সংসারে অনাসক্তি
তাদৃশ—সেইরূপ
বিজ্ঞ—জ্ঞানী
প্রত্যাশা—আশা, আকাঙ্ক্ষা
আশ্রয়—অবলম্বন
জ্ঞাতব্য—জানিবার যোগ্য, জ্ঞেয়
আত্মা—চৈতন্য

আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাস যে সকল সুললিত কথা প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন সৎকুলোদ্ভব প্রভুকে প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয়বাসনায় উপাসনা করে, সেইরূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞানলাভের অভিলাষে এই ভারতসংহিতার সেবা করিয়া থাকেন। যেমন স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ কি লৌকিক, কি বৈদিক সকল বাক্যকেই অধিকার করিয়া আছে, সেইরূপ এই অদ্ভুত ইতিহাসে বহু বিষয়ে শুভকরী বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পিত হইয়াছে।

হে ঋষিগণ! এইক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন-ধর্ম্মে অলঙ্কৃত অননুভূতপূর্ব্ব বিষয়ের মীমাংসা-সহকৃত সুচারুরূপে বিরচিত ভারতের পর্ব্বসংগ্রহ বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। প্রথম, অনুক্রমণিকা পর্ব্ব; দ্বিতীয় সংগ্রহ-পর্ব্ব; পরে পৌষ্য ও পৌলোম পর্ব্ব; আস্তীক ও বংশা-

সুললিত—মধুর, সুন্দর
প্রতিপন্ন—অবধারিত, জ্ঞাত
তদ্ব্যতিরিক্ত—তাহা ছাড়া
সৎকুলোদ্ভব—সদ্বংশজাত
প্রভুপরায়ণ—স্বামিভক্ত
অভ্যুদয়—মঙ্গল, উন্নতি
উপাসনা—আরাধনা, সেবা
বুধগণ—পণ্ডিতগণ
বৈদিক—বেদসম্বন্ধীয়
শুভকরী—মঙ্গলকরী
বুদ্ধিবৃত্তি—বুদ্ধির ধর্ম্ম, যাবতীয় বস্তুর সত্তা ও গুণ জানা ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ ইত্যাদি
বেদপ্রতিপাদ্য—বেদের বর্ণনীয়
সনাতনধর্ম্ম—নিত্য, চিরস্থায়ী ধর্ম্ম
অননুভূতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে অনুভূত বা জ্ঞাত হয় নাই
মীমাংসাসহকৃত—সিদ্ধান্তসহকারী, সিদ্ধান্তের সহিত
সুচারুরূপে—সুন্দররূপে

বতরণ পৰ্ব্ব ; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য সম্ভব পৰ্ব্ব ; তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তৎপরে জতুগৃহদাহ ; তৎপরে হিড়িম্ববধ ; তৎপরে বকবধ ; তৎপরে চৈত্ররথী পৰ্ব্ব ; তৎপরে দেবী পাঞ্চালীর স্বয়ংবরবৃত্তান্ত ; তৎপরে বিবাহ ; তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভ পৰ্ব্ব ; তৎপরে অর্জ্জুনের অরণ্যবাস ; তৎপরে সুভদ্রাহরণ ; তৎপরে যৌতুকাহরণ পৰ্ব্ব ; তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানব দর্শন ; তৎপরে সভাপৰ্ব্ব ; তৎপরে মন্ত্রপৰ্ব্ব ; তৎপরে জরাসন্ধবধ ; তৎপরে দিগ্বিজয়পৰ্ব্ব ; দিগ্বিজয়ের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ ; তৎপরে অর্ঘাভিহরণ ; তৎপরে শিশুপাল বধ ; তৎপরে দ্যূত ও অনদ্যূত পৰ্ব্ব ; তৎপরে অরণ্য, তৎপরে কির্ম্মীরবধ ; তৎপরে অর্জ্জুনের অভিগমন ও তৎপরে মহাদেব ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ ; ইহাকে কিরাত পৰ্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন ; তৎপরে নলোপাখ্যান ; ইহা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয়। তৎপরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা পৰ্ব্ব ; তৎপরে জটাসুরবধ পৰ্ব্ব ; তৎপরে যক্ষযুদ্ধ ; তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধ পৰ্ব্ব ; তৎপরে আজগর পৰ্ব্ব ; তৎপরে মার্কণ্ডেয়সমস্যা ; তৎপরে দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ ; তৎপরে ঘোষযাত্রা, তৎপরে মৃগস্বপ্নোদ্ভব পৰ্ব্ব ; তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান পৰ্ব্ব ; তৎপরে ঐন্দ্রদ্যুম্ন ; তৎপরে

রোমাঞ্চিত—রোমাঞ্চযুক্ত, শিহরিত। জতুগৃহ—লাক্ষানির্ম্মিত গৃহ

দ্রৌপদীহরণ, তৎপরে জয়দ্রথ বিমোক্ষণ, তৎপরে রামচন্দ্রোপাখ্যান; তৎপরে পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্যবর্ণন; তৎপরে কুণ্ডলাহরণ; তৎপরে আরণেয়; তৎপরে বিরাট পর্ব্ব; তৎপরে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ও সময় প্রতিপালন; তৎপরে কীচকবধ; তৎপরে গোগ্রহণ; তৎপরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ; তৎপরে উদ্‌যোগ; তৎপরে সঞ্জয়াগম পর্ব্ব; অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তামূলক প্রজাগর পর্ব্ব; পরে সনৎসুজাত পর্ব্ব; তৎপরে যানসন্ধি পর্ব্ব; তৎপরে কৃষ্ণের গমন; তৎপরে মাতলীর উপাখ্যান ও গালবচরিত; তৎপরে সাবিত্রীর উপাখ্যান; বামদেবোপাখ্যান; বৈণ্যোপাখ্যান ও জামদগ্ন্যোপাখ্যান; তৎপরে ষোড়শরাজিক পর্ব্ব; তৎপরে কৃষ্ণের সভা প্রবেশ; তৎপরে বিদুলাপুত্রশাসন, তৎপরে সৈন্যোদ্‌যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান পর্ব্ব; তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় করিয়া কার্য্য চিন্তন; তৎপরে সেনাপতি নিয়োগাখ্যান; তৎপরে শ্বেত ও বাসুদেব সংবাদ; তৎপরে মাহাত্মা কর্ণের বিবাদ; তৎপরে কুরুপাণ্ডব সেনানির্যাণ; তৎপরে রথী ও অতিরথী সংখ্যা পর্ব্ব; অনন্তর অমষবিবর্দ্ধন উলূক দূতের আগমন; তৎপরে অম্বোপাখ্যান; তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ব্ব;

নিশ্চয়—নির্ণয়
কার্য্যচিন্তন—কার্য্যের ভাবনা
নিয়োগ—নিযুক্ত করা
সংবাদ—পরস্পর কথাবার্ত্তা
নির্যাণ—নিষ্ক্রমণ
অমর্ষ—ক্রোধ

তৎপরে জম্বুদ্বীপনির্ম্মাণ পর্ব্ব; তৎপরে ভূমি পর্ব্ব; তৎপরে দ্বীপবিস্তারকথন পর্ব্ব; তৎপরে ভগবদ্গীতা পর্ব্ব; অনন্তর ভীষ্মবধ; তৎপরে দ্রোণাভিষেক; তৎপরে সংশপ্তকসৈন্য বধ; তৎপরে অভিমন্যুবধ পর্ব্ব; তৎপরে প্রতিজ্ঞা; তৎপরে জয়দ্রথবধ পর্ব্ব; তৎপরে ঘটোৎকচ-বধ; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য দ্রোণবধ পর্ব্ব; তৎপরে নারা-য়ণাস্ত্রপ্রয়োগ পর্ব্ব।

অনন্তর কর্ণপর্ব্ব; তৎপরে শল্যপর্ব্ব; তৎপরে হ্রদপ্রবেশ ও গদা যুদ্ধ পর্ব্ব। অনন্তর সারস্বত ও তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন পর্ব্ব; তদনন্তর অতি বীভৎস সৌপ্তিক পর্ব্ব; অনন্তর দারুণ ঐষীক পর্ব্ব; তৎপরে জল প্রদানিক পর্ব্ব। তৎপরে স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব; তৎপরে ঔর্দ্ধদেহিক পর্ব্ব; তৎ-পরে ব্রাহ্মণরূপী চার্ব্বাক রাক্ষসের বধ পর্ব্ব; তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্ব্ব। তৎপরে গৃহপ্রবিভাগ পর্ব্ব; অনন্তর শান্তি পর্ব্ব; এই পর্ব্বে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম কথিত আছে। তৎপরে শুকপ্রশ্নাভিগমন; তৎপরে ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন; তৎপরে দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদ পর্ব্ব; অনন্তর অনুশাসন পর্ব্ব; অনন্তর

বীভৎস—অত্যন্ত ঘৃণাকর, কদর্য্য
রাজধর্ম্ম—রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, রাজ নীতি
আপদ্ধর্ম্ম—বিপদকালে অবলম্বিত অন্যান্য ধর্ম্ম
মোক্ষধর্ম্ম—মুক্তিবিষয়ক ধর্ম্ম

ভীষ্মের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ; তৎপরে সর্ব্বপাপপ্রণাশক আশ্ব-মেধিক পর্ব্ব ; তৎপরে অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক অনুগীতা পর্ব্ব ; তৎপরে আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ; তৎপরে পুত্রদর্শন পর্ব্ব ; তৎপরে নারদাগমন পর্ব্ব ; তৎপরে অতি ভীষণ মৌষল পর্ব্ব , তৎপরে মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব; তৎপরে স্বর্গারোহণিক পর্ব্ব ; অনন্তর খিল নামক হরিবংশ পর্ব্ব ! এই পর্ব্বে বিষ্ণু পর্ব্ব, শিশুচর্য্যা, কংসবধ ও অতি অদ্ভুত ভবিষ্য পর্ব্ব কথিত আছে। এই শত পর্ব্ব মহাত্মা ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন এবং নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। সঙ্ক্ষেপে এই মহাভারতের পর্ব্ব সংগ্রহ কহিলাম।

তন্মধ্যে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ব ও বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রা-হরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময়দানব দর্শন, এই সকল আদি পর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্য পর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোম পর্ব্বে ভৃগুবংশ বিস্তার কথিত আছে। আস্তীক পর্ব্বে সর্পকুল ও গরুড়ের সম্ভব, ক্ষীরসমুদ্রমন্থন উচ্চৈঃ-শ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান ও মহাত্মা

অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক—পরমাত্মতত্ত্ব-বিষয়ক

খিল—পরিশিষ্ট

বৈবাহিক—বিবাহসম্বন্ধীয় ব্যাপার

যৌতুকানয়ন—বিবাহকালে দম্পতীর লব্ধধন আনা।

ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে। সম্ভব পর্ব্বে অনেকানেক ভূপতিদিগের উৎপত্তি, অনেকানেক বীরপুরুষ ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্ম বৃত্তান্ত এবং দেবতাদিগের অংশাবতারণ বর্ণিত আছে। দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীদিগের সমুদ্ভব। যাহার নামের অনুরূপ লোকে ভরতকুল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দুষ্যন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ব্ভে সেই ভরতের জন্মলাভ। শান্তনুর আবাসে গঙ্গার গর্ব্ভে বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম ও তাহাদিগের স্বর্গে আরোহণ এবং তেজোংশের সম্পাত, ভীষ্মের সম্ভব এবং তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ, প্রতিজ্ঞাপালন এবং ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা বিধান ও তাঁহার রাজ্যাধিকার, অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মের নরলোকের অংশে সম্ভব ও বরদানপ্রভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে উৎপত্তি, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবদিগের সম্ভব বারণাবত প্রস্থানে দুর্য্যোধনের

কীর্ত্তিত—বর্ণিত
অংশাবতরণ—অবতার হওয়া
বর্ণিত—কথিত
প্রখ্যাত—প্রসিদ্ধ
আবাস—আলয়, বাসস্থান
তেজোংশ—জ্যোতিঃ
সম্পাত—পতন

সম্ভব—উৎপত্তি, জন্ম
ব্রহ্মচর্য্যব্রত—জিতেন্দ্রিয়ব্রত
রাজ্যাধিকার—রাজ্যপ্রাপ্তি
অভিশাপ—অভিসম্পাত
উৎপত্তি—জন্ম
সম্ভব—জন্ম
প্রস্থান—প্রদেশ

মন্ত্রণা, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কূটপ্রেরণ, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে ম্লেচ্ছ ভাষায় বিদুরের অশেষ উপদেশ, বিদুরের পরামর্শক্রমে অতি গোপনে সুরঙ্গনির্ম্মাণ; রাত্রিকালে পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীকে জতুগৃহে পুরোচন-নামক ম্লেচ্ছের সহিত দাহ, নিবিড় অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্ব দর্শন, মহাবল ভীমসেন হইতে হিড়িম্বের বধসাধন ও ঘটোৎকচের উৎপত্তি, মহাপ্রভাব মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার অনুমতিক্রমে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন; বকবধে পুরবাসী-দিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণসন্নিধানে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করত স্বয়ংবর সভাদিদৃক্ষাক্রান্তচিত্ত হইয়া ব্যাসের আদেশে ও রমণী-রত্ন লাভের অভিলাষে পাঞ্চাল দেশে পঞ্চ পাণ্ডবদিগের গমন, গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজয় করিয়া

মন্ত্রণা—পরামর্শ
কূটপ্রেরণ—কপটতাসহকারে প্রেরণ
ধীমান্—বুদ্ধিমান্
হিতসাধন—মঙ্গলসাধন
ম্লেচ্ছ—অসভ্যজাতি বিশেষ, কিরাত যবনাদি
সুরঙ্গ—গর্ত্ত
নিষাদী—চণ্ডালী, ব্যাধপত্নী
নিবিড—ঘন, গহন
মহাবল—পরাক্রমশালী
বধসাধন—হত্যা
মহাপ্রভাব—ক্ষমতাশালী
সন্দর্শন—দর্শন, সাক্ষাৎ
অনুমতিক্রমে—আদেশমতে
ছদ্মবেশে—গুপ্তবেশে
অজ্ঞাতবাস—লুক্কায়িতভাবে থাকা
বিস্ময়—আশ্চর্য্য
সন্নিধান—নিকট
আদ্যোপান্ত—আগাগোড়া
রমণীরত্ন—উৎকৃষ্ট রমণী

অর্জ্জুনের তাহার সহিত পরম সখ্যভাব সংস্থাপন ও তৎসমীপে তপতী, বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের রমণীয় উপাখ্যান শ্রবণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চাল দেশে গমন, তথায় সমাগত অসংখ্য ভূপাল সমক্ষে লক্ষ্যভেদ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দ্রৌপদীলাভ, ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে ক্রুদ্ধরাজগণের সহিত শল্য ও কর্ণের পরাজয়, মহামতি অতিশিষ্টপ্রকৃতি কৃষ্ণ ও বলরামের ভীমার্জ্জুনের সেইরূপ অপ্রমেয় ও অমানুষ সাহস সন্দর্শনে পাণ্ডববোধে তাঁহা-দিগের সহিত সমাগত হইবার বাসনায় পরশুরামের গৃহ-প্রবেশ, পঞ্চভ্রাতার এক ভার্য্যা হইবে বলিয়া দ্রুপদের বিমর্ষ, এই স্থলে পরমাশ্চর্য্য পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ; পাঞ্চা-লীর দৈববিহিত অমানুষ বিবাহ, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুর প্রেরণ; বিদুরের গমন ও কৃষ্ণের সন্দর্শন; পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্দ্ধের অধিকার; নারদের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের দ্রৌপদীবিষয়ক নিয়ম-সংস্থাপন; সুন্দোপসুন্দের ইতিহাস; অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত একান্তে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের সন্নিকৃষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের

সখ্যভাব—মিত্রতা
মহামতি—মহামনা, উদার
শিষ্টপ্রকৃতি—শান্তস্বভাব
অপ্রমেয়—অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা যায় না।
অমানুষ—অলৌকিক

সমাগত—মিলিত
বিমর্ষ—অসন্তোষ
দৈববিহিত—দেবতার নির্দ্দিষ্ট
প্রস্থ—ভূমি, প্রদেশ
নিয়ম—ব্যবস্থা
সন্নিকৃষ্ট—নিকটবর্ত্তী

অস্ত্রগ্রহণ ও ব্রাহ্মণের গোধন আহরণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অরণ্যবাস এবং তৎকালে উলুপীনাম্নী নাগ-কন্যার সহিত পথিমধ্যে অর্জ্জুনের* সমাগম; পুণ্যতীর্থে গমন ও বভ্রুবাহনের জন্ম এবং তথায় তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে গ্রাহযোনিপ্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোচন, প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকারলাভ; কৃষ্ণের অভিমতে দ্বারকায় অর্জ্জুনের সুভদ্রাপ্রাপ্তি; যৌতুকপ্রদানের নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণ প্রস্থিত হইলে পর সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম; দ্রৌপদীপুত্রের উৎপত্তি কীর্ত্তন; যমুনায় জলবিহারার্থে গমন করিলে কৃষ্ণার্জ্জুনের চক্র ও ধনু লাভ; খাণ্ডব দাহ; প্রদীপ্ত অনলমধ্য হইতে ময়দানব ও ভুজঙ্গের পরিত্রাণ; মন্দপাল নামা মহর্ষির ঔরসে শার্ঙ্গীর গর্ভে সুতোৎপত্তি, আদি পর্ব্বে এই সকল বর্ণিত আছে। বেদব্যাস এই পর্ব্বে দুই শত সপ্তবিংশতিসংখ্যক অধ্যায় কহিয়াছেন। তাহাতে অষ্ট সহস্র অষ্ট শত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় সভাপর্ব্ব আরম্ভ হই-তেছে। পাণ্ডবদিগের সভা নির্ম্মাণ; কিঙ্করদর্শন, দেবর্ষি

অভিসম্পাত—অভিশাপ
গ্রাহযোনি—হাঙ্গর জন্ম
সাক্ষাৎকার—দর্শন
অভিমতে—অভিপ্রায়ানুসারে
প্রস্থিত—গত, গমন করিলে
জলবিহারার্থে—জলক্রীড়ার জন্য
প্রদীপ্ত—প্রজ্বলিত, উজ্জ্বল
পরিত্রাণ—রক্ষা

নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের সভাবর্ণন ; রাজসূয় মহাযজ্ঞের আরম্ভ ; জরাসন্ধ বধ ; গিরিব্রজে নিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমোচন, পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় ; ভূপালদিগের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন, যজ্ঞে অর্ঘদানপ্রসঙ্গে শিশুপালের সহিত বিবাদ ও তাহার বধ, পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষা ; ভীম কর্ত্তৃক সভামধ্যে দুর্য্যোধনের প্রতি উপহাস ও তাহার ক্রোধ ; তন্নিবন্ধন দ্যূতক্রীড়া ; ধূর্ত্ত শকুনি কর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ; দ্যূতার্ণবমগ্না দুঃখিতা দ্রৌপদীর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উদ্ধার, দ্রৌপদীকে বিপদুত্তীর্ণা দেখিয়া দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত দ্যূতারম্ভ ; দ্যূতে পরাজয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের বনপ্রেষণ, মহর্ষি বেদব্যাস সভা পর্ব্বে এই সকল বর্ণন করিয়াছেন ; এই পর্ব্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় এবং দ্বিসহস্র পঞ্চশত একাদশ শ্লোক আছে।

অনন্তর অরণ্য নামক তৃতীয় পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বন প্রস্থান করিলে পৌরজন কর্ত্তৃক ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের

নিরুদ্ধ—অবরুদ্ধ
বিমোচন—মুক্তি
রাজসূয়—সম্রাটের সাম্পাদ্য সামবেদ বিহিত যজ্ঞবিশেষ
সমৃদ্ধি—ঐশ্বর্য্য
ঈর্ষ্যা—পরশ্রীকাতরতা
দ্যূতক্রীড়া—পাশাদিক্রীড়া ; অপ্রাণি দ্বারা জুয়াখেলা
দ্যূতার্ণবমগ্না—অক্ষক্রীড়ারূপ সাগরে মগ্না
বিপদুত্তীর্ণা—আপদ হইতে যে উদ্ধার পাইয়াছে
বনপ্রেষণ—বনে পাঠান

অনুগমন : ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ধৌম্য মুনির উপদেশক্রমে যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা ; সূর্য্যের অনুগ্রহে অন্নলাভ ; ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হিতবাদী বিদুরের পরিত্যাগ ; বিদুরের পাণ্ডব সমীপে গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আগমন ; কর্ণের উত্তেজনায় বনবাসী পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা ; তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ব্যাসের আগমন ; ব্যাস কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বনগমনপ্রতিষেধ ; সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের আগমন, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়ের উপদেশ, মৈত্রেয় কর্ত্তৃক রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান, ভীম কর্ত্তৃক যুদ্ধে কির্ম্মীর রাক্ষসবধ ; শকুনি ছল প্রকাশ করিয়া দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের আগমন, কৃষ্ণ অতিশয় রোষাবেশ প্রকাশ করিলে অর্জ্জুনের সান্ত্বনাবাক্য ; কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ ; দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বাসুদেবের আশ্বাসদান ; শৌভপতি শাল্বের বধ ; সপুত্রা সুভদ্রাকে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারকায় আনয়ন ; ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর সন্তানগণকে পাঞ্চালনগরপ্রাপণ ; রমণীয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ; দ্রৌপদী ও ভীমসেনের সহিত দ্বৈত-

হিতবাদী—সৎপরামর্শদায়ক
উত্তেজনা—উৎসাহদান, উস্কান
অভিসন্ধি—অভিপ্রায়
প্রতিষেধ—নিষেধ, নিবারণ
ছলপ্রকাশ—কপটতাপ্রকাশ
দুঃখার্ত্তা—দুঃখপীড়িতা, দুঃখিতা
আশ্বাসদান—প্রবোধ দেওয়া
প্রাপণ—প্রাপ্তি

বনে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; পাণ্ডবদিগের সমীপে ব্যাসের আগমন; যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেব হইতে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যালাভ, ব্যাস প্রতিগত হইলে পাণ্ডবদিগের কাম্যক বনে গমন, অমিততেজা অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভপ্রত্যাশায় প্রবাসে গমন ও কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ; ইন্দ্রাদি লোকপালের দর্শন ও অস্ত্রলাভ; অস্ত্রশিক্ষার্থে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন; পাণ্ডববৃত্তান্তশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বলবতী চিন্তা; মহানুভব মহর্ষি বৃহদশ্বের সন্দর্শন; দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ; ধর্ম্মসঙ্গত ও করুণরসাশ্রিত নলোপাখ্যান; যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যালাভ; পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির আগমন; লোমশ কর্ত্তৃক বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কথন; অর্জ্জুনের আদেশক্রমে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন; তীর্থের ফলপ্রাপ্তি ও পাবনত্বকীর্ত্তন, মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ যাত্রা; পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা; কুণ্ডলদ্বয় প্রদান দ্বারা কর্ণের ইন্দ্র হস্ত হইতে বিমোচন;

কথোপকথন—উক্তিপ্রত্যুক্তি, পরস্পরে কথাবার্ত্তা কহা

প্রতিগত—ফিরিয়া গেলে

অমিততেজা—যাহার তেজের পরিমাণ হয় না, অসীম প্রভাবশালী

কিরাতরূপী—ব্যাধরূপী

বলবতী—প্রবলা

মহানুভব—উদার

ধর্ম্মসঙ্গত—ধর্ম্মপূর্ণ, ধর্ম্মানুমোদিত

করুণরসাশ্রিত—যে রসে শোকের উদ্রেক হয়, তাহার দ্বারা পূর্ণ,

অক্ষহৃদয়—যে বিদ্যা দ্বারা পাশাখেলায় পাশাগুলি অনুকূল হয়।

পাবনত্ব—পবিত্রতা

গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন; অগস্ত্যের উপাখ্যান ও বাতাপি ভক্ষণ; অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত মহর্ষির লোপামুদ্রা-পরিগ্রহ, কৌমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিতকীর্ত্তন, প্রভূত পরাক্রম পরশুরামের চরিত্র বর্ণন, কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধ, প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমাগম; সুকন্যার উপাখ্যান; শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবন মুনি কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারের সোমপান, অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক চ্যবনের যৌবনপ্রতিপাদন; মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্তু নামক রাজপুত্রের উপাখ্যান, শতপুত্রের অভিলাষে সোমক রাজার জন্তু নামক পুত্রের শিরশ্ছেদন; যজ্ঞানুষ্ঠান ও অভীষ্ট ফল লাভ; শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যান; শিবি রাজার প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নির ধর্ম্মজিজ্ঞাসা; অষ্টাবক্র-উপাখ্যান; জনকযজ্ঞে মহর্ষি অষ্টাবক্রের সহিত বরুণাত্মজ নৈয়ায়িক বন্দির বিবাদ; মহাত্মা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক বিবাদে বন্দির পরাজয় ও সাগরের অভ্যন্তরগত পিতার উদ্ধার; মহাত্মা যবক্রীত ও রৈভ্যের উপাখ্যান; গন্ধমাদনযাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস; পুষ্পানয়নার্থ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভীমসেনের নিয়োগ; পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে ভীমসেনের কদলীবনে হনূমান্ সন্দর্শন; কুসুমাবচয়ন করিবার নিমিত্ত সরোবরে অবগাহন; তথায় অতি ভীষণ রাক্ষসগণ

পরিগ্রহ—গ্রহণ
বরুণাত্মজ—বরুণপুত্র
নৈয়ায়িক—ন্যায়বিৎ
অভ্যন্তরগত—মধ্যপ্রবিষ্ট
কুসুমাবচয়ন—ফুলতোলা
অবগাহন—স্নান

ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ; জটাসুরনামক রাক্ষস বধ; তথায় রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আগমন; আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে *পাণ্ডবদিগের গমন ও অবস্থান; দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভীমসেনের উৎসাহদান; ভীমের কৈলাস পর্ব্বতে আরোহণ ও মণিমান্ প্রমুখ যক্ষদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ; পাণ্ডবদিগের সহিত বৈশ্রবণের সমাগম; দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণ ও পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবর্ণন, তৎকর্ত্তৃক কালকেয়দিগের রাজার প্রাণসংহার; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে অর্জ্জুনের অস্ত্রসন্দর্শনের উদ্যম; দেবর্ষি নারদের তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ; গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবরোহণ; গহন বনে ভুজগেন্দ্র কর্ত্তৃক মহাবল ভীমগ্রহণ; প্রশ্নোত্তর প্রদান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমমোক্ষণ; মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে পুনরাগমন; তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় পুনর্ব্বার বাসুদেবের আগমন; মার্কণ্ডেয়সমস্যা, পৃথুরাজার উপাখ্যান; সরস্বতী ও মহর্ষি তার্ক্ষ্যের সংবাদ; মৎস্যোপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান; ধুন্ধুমারোপাখ্যান; পতিব্রতোপাখ্যান, অঙ্গিরা ঋষির

সমাগম—মিলন
উদ্যম—চেষ্টা
*প্রতিষেধ—নিষেধ
অবরোহণ—নামা, অবতরণ
মোক্ষণ—মোচন, মুক্তি
সংবাদ—কথোপকথন

উপাখ্যান; দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ; পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন; ঘোষযাত্রা; গন্ধর্ব্ব দ্বারা দুর্য্যোধনের বন্ধন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্নসন্দর্শন; রমণীয় কাম্যকবনে পুনর্গমন; অতি বিস্তীর্ণ ব্রীহিদ্রৌণিকোপাখ্যান; মহর্ষি দুর্ব্বাসার উপাখ্যান; আশ্রমের অভ্যন্তর হইতে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ; মহাবল ভীমের বায়ুবেগে গমন ও জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ; বহুবিস্তর রামায়ণ উপাখ্যান; রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণের বধ; সাবিত্রীর উপাখ্যান; কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা ইন্দ্রের হস্ত হইতে কর্ণের মুক্তি; পরিতুষ্ট ইন্দ্র কর্ত্তৃক এক পুরুষঘাতিনী শক্তিপ্রদান; আরণ্যেয় উপাখ্যান ও ধর্ম্মের সপুত্রানুশাসন; বরলাভ করিয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিম দিকে গমন; তৃতীয় আরণ্যক পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে দুইশত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত ও চতুঃষষ্টি শ্লোক আছে।

অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাট পর্ব্ব শুনুন। পাণ্ডবগণ

অভ্যন্তর—মধ্য
বায়ুবেগে—দ্রুতগতিতে
পঞ্চশিখীকরণ—পাঁচচূড়া করা, মাথা কামাইয়া পাঁচ স্থানে কেশ রাখা
বহুবিস্তর—বিস্তৃত
পরিতুষ্ট—সন্তুষ্ট
পুরুষঘাতিনী—পুরুষনাশিনী
শক্তি—অস্ত্রবিশেষ
অনুশাসন—উপদেশ, আজ্ঞা
বহুবিস্তৃত—বিশাল, বিস্তারিত

বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ নিরীক্ষণ করত স্বীয় সমুদায় অস্ত্র তাহাতে সংস্থাপন করিলেন ও অতি প্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া দ্রৌপদী নিমিত্ত আপনার অভিমত অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভীমসেন তাহার প্রাণসংহার করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে অতি সুচতুর চরসমূহ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট রাজের গোধন অপহরণ করে, তদুপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষ বিরাটরাজকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন স্ববিক্রম প্রভাবে তাঁহাকে মুক্ত করেন; পাণ্ডবেরা বিরাটের অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করেন। অনন্তর কৌরবগণ তাঁহার গোধন হরণ করিলে অর্জ্জুন বাহুবলে নিখিল কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার

শমীবৃক্ষ—শাঁইগাছ
প্রচ্ছন্নভাবে—গুপ্তভাবে
অভিমত—অভিপ্রেত
সুচতুর—চালাক
চর—রাজা বা রাজপুরুষকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে লোকের অভিপ্রায় অবগত হয়
অপহরণ—চুরী
স্ববিক্রমপ্রভাবে—আপনার ক্ষমতার বলে
অপহৃত—যাহা চুরী করা হইয়াছে
প্রত্যাহরণ—ফিরিয়া লওয়া
নিখিল—সমস্ত
পরাভূত—পরাজিত

করেন। বিরাট সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া দুহিতা উত্তরাকে সম্প্রদান করিলে, অর্জ্জুন তাহাকে প্রতিগ্রহ করেন। বেদবেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস বিরাট নামক চতুর্থ পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ইহাতে সপ্তষষ্টি অধ্যায় দুই সহস্র ও পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে।

তৎপরে উদ্‌যোগ নামক পঞ্চমপর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা জিগীষাপরবশ হইয়া উপপ্লব্য নামক স্থানে অবস্থান করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন কৃষ্ণের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। "তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য কর," তৎসন্নিধানে উভয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামতি কৃষ্ণ কহিলেন, আমি এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিব ও অন্যপক্ষে আমি একাকী থাকিব, কিন্তু কোনরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না ও অকপটে তাহাদিগের মন্ত্রী হইব। এক্ষণে তোমরা অন্যতরের কে কি ইচ্ছা কর বল। অনভিজ্ঞ দুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডব-

উদ্দেশ—লক্ষ্য
গর্ভসম্ভূত—গর্ভজাত
সম্প্রদান—বিবাহার্থে দান
প্রতিগ্রহ—স্বীকার
বেদবেত্তা—বেদজ্ঞ
জিগীষাপরবশ—জয়েচ্ছার বশবর্ত্তী
অবস্থান—স্থিতি, থাকা
তৎসন্নিধানে—তাহার নিকটে
মহামতি—অতি বুদ্ধিমান্
প্রবৃত্ত—নিযুক্ত
অকপটে—সরলভাবে
মন্ত্রী—পরামর্শদাতা
অন্যতর—দুয়ের একটি
অনভিজ্ঞ—নির্ব্বোধ, মূর্খ

দিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমাগত মদ্ররাজকে পথিমধ্যে দুর্য্যোধন বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া "তুমি আমার সাহায্য কর", এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। শল্য তাহাতে সম্মত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্রাসুরবিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পাণ্ডবেরা কৌরব সমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি স্থাপন প্রত্যাশায় সঞ্জয়কে দূতস্বরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতি বলবতী চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাচ্ছেদ হইল। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ হিতবাক্য শ্রবণ করান। মহর্ষি সনৎসুজাত রাজাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া অতি উৎকৃষ্ট বেদশাস্ত্র শুনাইলেন। প্রভাতসময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অভিন্নত্ব কীর্ত্তন করেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সন্ধিবাসনায় হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন, উভয় পক্ষের হিতকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর দাম্ভোদ্ভবের

সমাগত—উপস্থিত
দূত—বার্ত্তাবহ, যাহার দ্বারা কথা পাঠান হয়.
নিদ্রাচ্ছেদ—অনিদ্রা
হিতবাক্য—মঙ্গলজনক বাক্য
অভিন্নত্ব—একত্ব, অভেদত্ব
কৃপাপরায়ণ—দয়াপরবশ
সন্ধি—উভয় পক্ষের মিলন
হিতাকাঙ্ক্ষী—মঙ্গলেচ্ছু
প্রত্যাখ্যান—দূরীকরণ, অস্বীকার

উপাখ্যান, মহাত্মা মাতলির বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত, বিদুলার স্বপুত্রানুশাসন বর্ণিত আছে কৃষ্ণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের নিতান্ত মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব দর্শন করাইলেন। কর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ পরামর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণ অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিল না। তিনি হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের কথা শুনিয়া হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তিনাপুর হইতে সংগ্রামবাসনায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই সমুদায় ক্রমশঃ নির্গত হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধের পূর্ব্ব দিবস পাণ্ডবদিগের নিকট উলুক নামক দূত প্রেরণ করেন। রথ ও অতিরথ সংখ্যা; অম্বোপাখ্যান, বহুবৃত্তান্তসংযুক্ত সন্ধিবিগ্রহ বিশিষ্ট উদ্‌যোগ পর্ব্বে এ সকল কথিত হইল। ইহাতে শত ও ষড়শীতি অধ্যায় আছে। মহর্ষি এই পর্ব্বে ষট্‌সহস্র ষট্‌শত ও অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অভিসন্ধি—অভিপ্রায়
যোগেশ্বরত্ব—বিশ্বরূপত্ব
অহঙ্কারপরতন্ত্র—দম্ভপরবশ
মন্ত্রণা—পরামর্শ
হিতাহিত—মঙ্গলামঙ্গল
সংগ্রামবাসনায়—যুদ্ধেচ্ছায়
অতিরথ—যোদ্ধ বিশেষ, যে ব্যক্তি অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে সমর্থ
সন্ধিবিগ্রহ—মিলন ও যুদ্ধ
কথিত—উক্ত

অতঃপর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব্ব। ইহাতে সঞ্জয় জম্বুদ্বীপ-নির্ম্মাণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। দশ দিবস অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। মহামতি বাসুদেব মুক্তিপ্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠি-রের হিতাভিলাষী মনস্বী কৃষ্ণ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক প্রতোদ হস্তে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং সকল ধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ অসি দ্বারা আঘাত করেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শাণিত শরে ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইলেন। অতি বিস্তৃত ভারতের ষষ্ঠ পর্ব্ব সমাখ্যাত হইল। ইহাতে শত ও সপ্তদশ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদবেত্তা ব্যাসদেব ভীষ্মপর্ব্বে পঞ্চসহস্র, অষ্টশত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

পরমাশ্চর্য্য—বিস্ময়কর
বিষণ্ণ—দুঃখিত
মুক্তিপ্রতিপাদক—মোক্ষনির্দ্দেশক যাহাতে মোক্ষের উপদেশ, আছে
নিরাকরণ—দূর
মনস্বী—উদারচিত্ত
প্রতোদ—চাবুক
নিঃশঙ্কচিত্তে—নির্ভয়ে
ধাবমান—অগ্রসর
ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ—যাহারা ধনুক লইয়া যুদ্ধ করে, তাহাদের প্রধান
অসি—তরবারি
শাণিত—তীক্ষ্ণ
শরশয্যা—বাণের দ্বারা রচিত শয্যা
শয়ান—শায়িত, যিনি শুইয়া থাকেন
সমাখ্যাত—কীর্ত্তিত

অনন্তর বহুবৃত্তান্তানুগত অতি বিচিত্র দ্রোণপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। প্রবলপ্রতাপ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত "ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে গ্রহণ করিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে সমরাঙ্গণ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। শক্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হন। জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী অপ্রাপ্তযৌবন একাকী বালক অভিমন্যুর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যুবধে ক্রোধে অধীর হইয়া সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুনের অন্বেষণের নিমিত্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ কৌরবসেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ যুদ্ধে নিঃশেষ হয়। অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, মহাবীর জলসন্ধ, সৌমদত্তি, বিরাট্, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎকচাদি অন্যান্য বীরগণের নিধনের বিষয় দ্রোণপর্ব্বে কথিত আছে।

বহুবৃত্তান্তানুগত—অনেক বিবরণযুক্ত
প্রবলপ্রতাপ—অত্যন্তক্ষমতাযুক্ত
অভিষিক্ত—বৃত, নিযুক্ত
প্রীতিবর্দ্ধনের—সন্তোষবৃদ্ধির
ধীমান্—বুদ্ধিমান্
সমরাঙ্গণ—যুদ্ধক্ষেত্র
অপসৃত—দূরে লইয়া গেলে
শক্রতুল্য—ইন্দ্রের সমান
পরাক্রমশালী—বলশালী
অপ্রাপ্তযৌবন—যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হয় নাই, বালক
অধীর—অস্থির, কাতর
দুর্দ্ধর্ষ—যাহার তেজ সহ্য করা যায় না,
হতাবশিষ্ট—বিনষ্টদিগের পরে যাহারা থাকে
নিঃশেষ—শেষরহিত, বিনষ্ট

সমরে দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্বত্থামা ক্রোধান্ধ হইয়া যে ভীষণ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও এই পর্ব্বে বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, বেদব্যাসের আগমন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্য অভিহিত হইয়াছে। এই মহাভারতের সপ্তম পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই দ্রোণপর্ব্বে যে যে বীরপুরুষদিগের কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহামুনি পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে একশত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র, নবশত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ণপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধীমান্ শল্যের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাতন বৃত্তান্ত, গমনকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর বিবাদ, কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্য কর্ত্তৃক হংসকাকীয়োপাখ্যান কথন, মহাত্মা দ্রোণাত্মজ কর্ত্তৃক পাণ্ড্যের নিধন, দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রোধ;

ক্রোধান্ধ—রাগান্বিত
প্রয়োগ—নিয়োগ, নিক্ষেপ
অত্যুৎকৃষ্ট—অত্যুত্তম
রুদ্রমাহাত্ম্য—রুদ্রের মহিমা
নিধনপ্রাপ্ত—নিহত, বিনষ্ট
তত্ত্বদর্শী—জ্ঞানী
মহামুনি—মুনিশ্রেষ্ঠ
পরাশরাত্মজ—ব্যাস

সারথ্যকার্য্য—সারথির কার্য্য
নিয়োগ—নিযুক্ত করা
নিপাতন—নিধন
দ্রোণাত্মজ—অশ্বত্থামা
সমক্ষে—নিকটে
দ্বৈরথযুদ্ধ—যে যুদ্ধে দুই জন রথী পরস্পর যুদ্ধ করেন
প্রাণসংশয়—জীবনসন্দেহ

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুনয়বাক্য দ্বারা অর্জ্জুনের ক্রোধশান্তি করণ, ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক রক্তপান, এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বর্ণিত আছে। ভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কর্ণপর্ব্বে একোন সপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত আছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্য পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। কুরুসৈন্য বীরশূন্য হইলে, মদ্রাধিরাজ শল্য সৈনাপত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শল্য পর্ব্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও প্রধান প্রধান কৌরবদিগের বধ বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শল্যের বধ ও সহদেব কর্ত্তৃক শকুনির বিনাশ কথিত আছে; দুর্য্যোধন, অল্পমাত্রা-বশিষ্ট সৈন্য দেখিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ পূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা হ্রদ মধ্যে দুর্য্যোধনের আত্মগোপনবৃত্তান্ত ভীমকে বলিয়া দিল। মহামানী দুর্য্যোধন ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের

অনুনয়—বিনয়
বিদারণ—ভেদ
কীর্ত্তিত—বর্ণিত
বিচিত্র—বিস্ময়কর
মদ্রাধিরাজ—মদ্রভূপাল
সৈনাপত্য—সেনাপতির কার্য
যাবতীয়—সমুদায়
জলস্তম্ভ—মন্ত্র দ্বারা জল সরাইয়া অবস্থিতি
আত্মগোপন—আপনাকে লুকাইয়া রাখা
মহামানী—অত্যন্ত অভিমানী

তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন ও ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রামসময়ে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বে সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থ সমুদয়ের পবিত্রতা-কীর্ত্তন, ও তুমুল গদাযুদ্ধবর্ণন আছে। যুদ্ধে বৃকোদর ভয়ানক গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন। ভারতের নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে নানা বৃত্তান্তযুক্ত একোনষষ্টি অধ্যায় কথিত আছে। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে। কুরুবংশ-যশঃকীর্ত্তক মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে তিন সহস্র, দুইশত, বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর দারুণ সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। পাণ্ডবেরা সংগ্রামক্ষেত্র হইতে শিবিরে গমন করিলে, সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা রুধিরাক্তকলেবর, ভগ্নোরুযুগল, অভিমানী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ রণ-

তিরস্কারবাক্য—গ্লানিকর বাক্য
তুমুল—ঘোরতর
বৃকোদর—ভীম
কুরুবংশযশঃকীর্ত্তক—যিনি কুরুবংশের প্রশংসা গান করেন
দারুণ—ভয়ানক
সংগ্রামক্ষেত্র—যুদ্ধক্ষেত্র
শিবির—সেনানিবাস, ছাউনি
সায়ংকালে—সন্ধ্যাকালে
রুধিরাক্ত-কলেবর—রক্তসিক্ত-দেহ, রক্ত-মাখা শরীর
ভগ্নোরুযুগল—যাহার দুই উরু ভগ্ন হইয়াছে।
অভিমানী—দাম্ভিক

ক্ষেত্রে পতিত আছেন। • মহাক্রোধ দ্রোণাত্মজ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদিগকে ও অমাত্য-সহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট না করিয়া বর্ম্মত্যাগ করিব না।" রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিনজনেই সে স্থান হইতে অপক্রান্ত হইয়া প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হই-লেন। ঐ স্থানে অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পেচককে বহু সংখ্যক কাক নষ্ট করিতে দেখিয়া, পিতৃনিধনবৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া নিদ্রাতুর পাঞ্চালদিগের বধে সপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই স্থির করিয়া শিবিরদ্বারে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, যে একটা বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অশ্বত্থামা অস্ত্রত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসের কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহকারে সুষুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবারে দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন। কেবল কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকি রক্ষা পাইলেন, আর সকলেই বিনষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরাদিকে সমাচার দিল। যে "অশ্বত্থামা প্রসুপ্ত পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াছে।"

মহাক্রোধ—ক্রুদ্ধ
অমাত্য—মন্ত্রী
বর্ম্ম—কবচ
অপক্রান্ত—অপসৃত

নিদ্রাতুর—নিদ্রিত, নিদ্রায় কাতর
বিকটমূর্ত্তি—ভয়ঙ্করমূর্ত্তি
সমাচার—সংবাদ, খবর
প্রসুপ্ত—নিদ্রিত

দ্রৌপদী পুত্র পিতা ও ভ্রাতৃগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অধীরার ন্যায় অনশন সঙ্কল্প করিয়া স্বামিগণের নিকট উপবিষ্টা হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টিকরণার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া গদাগ্রহণ পুরঃসর অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীমভয়াক্রান্ত হইয়া সক্রোধে "অদ্য আমি মেদিনী পাণ্ডব-বিহীনা করিব" এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ "এমন করিও না" এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে অনিষ্টাচরণে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্রচ্ছেদন করিলেন। এবং অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণাত্মজের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিয়া সানন্দে দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। ভারতের দশম সৌপ্তিক পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা উত্তমতেজাঃ বেদব্যাস এই পর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্টশত, সপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীক পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

এক্ষণে করুণরসোদ্বোধক স্ত্রীপর্ব্বের বিষয় কথিত

অনশন—অনাহার
মনস্তুষ্টি—সন্তোষ
অভিনিবিষ্ট—যত্নশীল
শাপ—অভিশাপ
ব্রহ্মবাদী—ব্রহ্মজ্ঞ
উত্তমতেজাঃ—উৎকৃষ্ট প্রভাবশালী
করুণরসোদ্বোধক—যাহাতে করুণরস জাগাইয়া দেয়

হইতেছে। এই পর্ব্বে, পুত্রশোকার্ত্ত প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া লৌহ-ময়ী ভীম প্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বিদুর মোক্ষোপদেশক হেতুবাদ দ্বারা পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মোহ নিবারণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরমহিলাগণের সহিত রণস্থল দর্শনার্থ গমন করেন। বীরবনিতাগণের করুণ-স্বরে রোদন এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ ও মোহ। ক্ষত্রিয়পত্নীগণ সমরে অপরাঙ্মুখ, নিহত পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে দেখিলেন। কৃষ্ণ পুত্রপৌত্রশোকাকুলা গান্ধারীর ক্রোধোপশমন করেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে নৃপতিগণের শরীর দাহ করাইলেন। ভূপতিগণের উদকক্রিয়া আরব্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে আপনার গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব

প্রজ্ঞাচক্ষু—তীক্ষ্ণমতি, বাহিরে অন্ধ কিন্তু ভিতরে জ্ঞাননেত্রযুক্ত
প্রতিমূর্ত্তি—প্রতিমা
মোক্ষোপদেশক—যাহাতে মোক্ষ বা মুক্তির উপদেশ আছে
হেতুবাদ—হেতুকথন, কারণনির্দ্দেশ
পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত—পুত্রশোকবিহ্বল
সাংসারিক মোহ—যে মোহে বা মুগ্ধ ভাবে সংসারবন্ধন ঘটে
মহিলা—সম্ভ্রান্ত রমণী
বীরবনিতা—বীরাঙ্গনা
অপরাঙ্মুখ—যে পশ্চাৎপদ না হয়, সাহসী
ক্রোধোপশমন—ক্রোধশান্তি
সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ—সকল ধার্ম্মিকের প্রধান
মহাপ্রাজ্ঞ—মহাজ্ঞানী
দাহ—দগ্ধ করা
উদকক্রিয়া—তর্পণাদি
গূঢ়োৎপন্ন—গোপনে জাত

রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ কিংবা পাঠ করিলে সহৃদয়জনের হৃদয় শোকাকুল ও নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়। এই পর্ব্বে বেদব্যাস সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্তশত, পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ধীশক্তিবর্দ্ধক শান্তিপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র সম্বন্ধী ও মাতুলগণকে বধ করাইয়া সাতিশয় নির্ব্বিণ্ণ হইলেন। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব, রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ঐ সকল ধর্ম্ম সম্যক্‌জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ঐ সমস্ত ধর্ম্মের যথার্থ জ্ঞান দ্বারা লোকে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। ইহাতে বিচিত্র মোক্ষধর্ম্মের কথাও সবিস্তরে কথিত আছে। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ। এই শান্তিপর্ব্বে মহামুনি বেদব্যাস ত্রিশত উনচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও চতুর্দ্দশ সহস্র সপ্তশত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

ইহার পর অত্যুৎকৃষ্ট অনুশাসন পর্ব্ব। এই পর্ব্বে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র, ভীষ্মদেবের নিকট

সহৃদয়—উদার-হৃদয়
ধীশক্তিবর্দ্ধক—জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধিকর
নির্ব্বিণ্ণ—নির্ব্বেদযুক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত
রাজধর্ম্মোপদেশ—রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ
সম্যক্‌জ্ঞানলাভেচ্ছু—সম্পূর্ণজ্ঞানলিপ্সু
সর্ব্বজ্ঞতা—সকল বিষয়ের জ্ঞান
মোক্ষধর্ম্ম—মুক্তির ধর্ম্ম
অত্যুৎকৃষ্ট—অত্যুত্তম
ভাগীরথীপুত্র—গঙ্গার পুত্র, ভীষ্ম

ধর্ম্মনিশ্চয় শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে, ধর্ম্মার্থসম্বন্ধব্যবহার সমুদায় কথন, বিবিধ দানের বিবিধ প্রকার ফলনির্দ্দেশ, সৎপাত্র ও অসৎ-পাত্রের বিশেষ বিবেচনা, দানবিধানকথন, আচার বিনির্ণয়, সত্যের স্বরূপ কথন, গোগণের ও ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব কীর্ত্তন, দেশকালানুযায়ী ধর্ম্মরহস্য কথন ও ভীষ্মের অমরলোকসম্প্রাপ্তি কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্ম-নির্ণায়ক নানাবৃত্তান্তসঙ্কলিত অনুশাসনাভিধান, ভারতের ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অনুশাসন পর্ব্বে মুনিসত্তম পরাশরাত্মজ, একশত, ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র শ্লোক নির্ণয় করিয়াছেন।

অতঃপর আশ্বমেধিক নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে, সম্বর্ত্তমুনি, ও মরুত্ত রাজার আখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণস্তূপ সম্প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ তাঁহাকে জীবন প্রদান করেন। অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞতুরঙ্গ রক্ষার্থ তৎপশ্চাদ্‌গামী অর্জ্জুনের নানাদেশে ক্রোধন রাজ-

ধর্ম্মনিশ্চয়—ধর্ম্মের স্থিরতা
ব্যবহার—ব্যবস্থা, রীতি
বিনির্ণয়—নিশ্চয়
অমরলোকসম্প্রাপ্তি—স্বর্গপ্রাপ্তি
ধর্ম্মনির্ণায়ক—ধর্ম্মনির্দ্দেশক
অনুশাসনাভিধান—অনুশাসননামক
মুনিসত্তম—মুনিশ্রেষ্ঠ
সুবর্ণস্তূপ—রাশীকৃত স্বর্ণ
যজ্ঞতুরঙ্গ—অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব
ক্রোধন—ক্রুদ্ধ

পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সমুদ্ভূত স্বসুত বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের জীবনসংশয়। মহান্‌ অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্ত্যনন্তর নকুলের বৃত্তান্ত। এই পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই পর্ব্বে, অশেষতত্ত্ববিৎ ভগবান্‌ পরাশরসূনু ত্র্যধিক শত অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্রমবাসাখ্য পঞ্চদশ পর্ব্ব। এই পর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য ত্যাগ করিয়া গান্ধারী ও বিদুরের সহিত অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। গুরুশুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্তা, সাধ্বী কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগ করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সমরে নিহত লোকান্তরগত পুত্র পৌত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণকে পুনরাগত দেখিলেন। তিনি মহামুনি বেদব্যাসের প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অবশেষে শোক পরিত্যাগ করত পরমসিদ্ধি লাভ করিলেন। বিদুর ও জিতেন্দ্রিয় গবল্‌গণনন্দন সঞ্জয় অমাত্যের সহিত

ধনঞ্জয়—অর্জ্জুন
জীবন-সংশয়—প্রাণে সন্দেহ
তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী
পরাশরসূনু—পরাশরপুত্র
অরণ্যানী—বন
গুরুশুশ্রূষা—গুরুসেবা
অনুরক্তা—আসক্তা
লোকান্তরগত—পরলোকগত, মৃত
প্রসাদ—অনুগ্রহ
পরমসিদ্ধি—মুক্তি
জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়জয়কারী, যিনি ইন্দ্রিয় বশ করিয়াছেন

ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চরমে সদগতি প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোধন নারদকে সন্দর্শন করিলেন এবং তৎপ্রমুখাৎ যদুকুলধ্বংসের কথা অবগত হইলেন। এই অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে, দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র পঞ্চশত ষট্‌শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

হে তপোধনগণ। অতঃপর দারুণ মৌষল-পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে, লবণসমুদ্রসমীপে ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত পুরুষসিংহ যাদবগণ আপানে মদ্যপান দ্বারা মত্ত হইয়া দারুণ দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ এরকারূপ বজ্রদ্বারা পরস্পর আঘাত করেন। কৃষ্ণ ও বলভদ্র উভয়ে আপনাদিগের কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে আপনারাও সর্ব্ব-সংহর্ত্তা সমুপস্থিত কালের করাল কবলে নিপতিত হয়েন। নরোত্তম অর্জ্জুন দ্বারাবতী নগরীতে আগমন করিয়া ঐ

চরমে—শেষদশায়, অন্তিম কালে
সদগতি—উত্তম অবস্থা, মুক্তি
তপোধন—তপস্বী
তৎপ্রমুখাৎ—তাঁহার মুখ হইতে
ব্রহ্মশাপগ্রস্ত—ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অভি-শপ্ত
পুরুষসিংহ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ
আপানে—যেখানে সকলে মিলিয়া পান করে, পানগোষ্ঠী
দৈবদুর্ব্বিপাক—দৈবের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্য্যয়
এরকা—শরগাছ
বজ্র—অস্ত্র
কুলক্ষয়—বংশনাশ
সর্ব্বসংহর্ত্তা—সর্ব্বনাশকারী, বা সর্ব্ব-আহরণকারী
সমুপস্থিত—সমাগত
করালকবল—ভয়ানক গ্রাস

নগরীকে যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি নরশ্রেষ্ঠ মাতুল বসুদেবের সংস্কার করিলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণ ও বলরামের সংস্কার করিয়া পরিশেষে অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া গমন করিতে করিতে ঘোরতর আপৎকালে গাণ্ডীবের প্রভাবক্ষয় ও দিব্যাস্ত্রসমুদায়ের অপ্রসন্নতা দেখিলেন। তৎপরে তিনি যাদবমহিলাগণের নাশ ও প্রভুত্বের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসোপদেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের বাসনা করিলেন। ষোড়শসংখ্যক মৌষল পর্ব্ব কীর্ত্তিত হইল। তত্ত্ববিৎ পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে, আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

তদনন্তর মহাপ্রাস্থানিকনামক সপ্তদশ পর্ব্বের বিষয় লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ স্বকীয় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রৌপদীদেবীকে সমভিব্যাহারে

বিষাদসাগরে—দুঃখসমুদ্রে
সংস্কার—অগ্নিসংস্কার, দাহ, যদ্দ্বারা জীবের সদগতি হয়,
বৃষ্ণিগণের—যদুবংশীয়দিগের
আপৎকালে—বিপদের সময়
গাণ্ডীব—অর্জ্জুনের ধনুঃ, খাণ্ডবদাহকালে এই ধনুঃ অগ্নির প্রার্থনানুসারে বরুণ অর্জ্জুনকে প্রদান করেন
প্রভাবক্ষয়—বলনাশ
অপ্রসন্নতা—প্রফুল্লতার অভাব, উজ্জ্বলতার অভাব
অনিত্যতা—অস্থায়িত্ব
নির্ব্বেদপ্রাপ্ত—বিরক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত
সন্ন্যাসধর্ম্ম—ভিক্ষুধর্ম্ম, সংসার পরিত্যাগীর ধর্ম্ম
স্বকীয়—নিজের

লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা লৌহিত্যার্ণবের কূলে অগ্নি সন্দর্শন পাইলেন। অর্জ্জুন মহানুভব অগ্নি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূজা করত অত্যুৎকৃষ্ট গাণ্ডীব ধনু প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিহত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও না করিয়া সমস্ত মায়ামোহ পরিত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাস্থানিকাখ্য সপ্তদশ পর্ব্ব কথিত হইল। এই পর্ব্বে, অশেষতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরনন্দন তিন অধ্যায় ও তিনশত বিংশতি শ্লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্চর্য্য অলৌকিক স্বর্গ পর্ব্ব জানিবেন; এই পর্ব্বে দয়ার্দ্রচিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার কুক্কুর বিহীনে দেবলোক হইতে আগত দৈবরথ আরোহণে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া কুক্কুররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করি-

মহাপ্রস্থানে—মহাগমন, যাহা হইতে আর ফিরিয়া না আসে
প্রস্থিত—গত
লৌহিত্যার্ণব—রক্তসমুদ্র
মায়ামোহ—মমতা, সংসারের কুহক
অশেষতত্ত্বজ্ঞ—বহুবিষয়জ্ঞ
নির্দ্ধারিত—নির্দ্দিষ্ট
অলৌকিক—লোকাতীত
দয়ার্দ্রচিত্ত—দয়ালু
মহাপ্রাজ্ঞ—জ্ঞানী
দেবলোক—স্বর্গ
দৈবরথ—স্বর্গীয় রথ

লেন। দেবদূত ছল করিয়া তাঁহাকে নরক দর্শন করাই- লেন। পরম ধাৰ্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তৎস্থানস্থিত নিদেশানুবৰ্ত্তী ভ্রাতৃগণের করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ধৰ্ম্ম ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মনোদুঃখ নিবারণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুরদীর্ঘিকায় স্নান করিয়া মানুষ কলেবর পরিত্যাগ করত স্বর্গে নিজ ধৰ্ম্মাৰ্জ্জিত স্থান পাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক পরম সমাদৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! অশেষ ধীশক্তিসম্পন্ন নানাতত্ত্বদর্শী বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পৰ্ব্ব রচনা এবং ইহাতে পাঁচ অধ্যায় ও দুইশত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পৰ্ব্ব সবিস্তরে উক্ত হইল। ইহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্য পৰ্ব্ব কথিত আছে। মহর্ষি হরি- বংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভার- তের পৰ্ব্বসংগ্রহ নির্দ্দিষ্ট হইল।

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়াছিল। সেই ঘোর সংগ্রাম অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া হয়।

পরমধাৰ্ম্মিকাগ্রগণ্য—ধাৰ্ম্মিকশ্রেষ্ঠ
তৎস্থানস্থিত—সেই স্থানে অবস্থিত
নিদেশানুবৰ্ত্তী—আজ্ঞাবহ
করুণরসোদ্দীপক—যাহাতে করুণভাব জাগায়
সুরদীর্ঘিকা—স্বর্গঙ্গা
নিজধৰ্ম্মার্জ্জিত—নিজ ধৰ্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত, লব্ধ
সমাদৃত—আদরপ্রাপ্ত, সম্মানিত
ধীশক্তিসম্পন্ন—বুদ্ধিমান্

যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারিবেদ উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতাখ্যান জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিতে পারা যায় না। অপরিমিত ধীশক্তিমান্ বেদব্যাস এই ভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও কামশাস্ত্র স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন পরম সুমধুর পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে, অন্য শাস্ত্র শ্রবণে রুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রোত্তমগণ! যেমন জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীরী অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এ আখ্যানের অন্তর্ভূত। যেমন বিচিত্রা মানসিক ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, সেইরূপ এই ইতিহাস যাবতীয় দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়া ও শমদমাদি গুণের আশ্রয়। যেমন

উপনিষদ্—বেদান্ত, বেদের জ্ঞান কাণ্ড
বিচক্ষণ—বুদ্ধিমান্
অর্থশাস্ত্র—ধনবৃদ্ধির উপদেশশাস্ত্র
ধর্ম্মশাস্ত্র—যাহাতে ধর্ম্মবিষয়ের উপদেশ থাকে, স্মৃতিশাস্ত্র
কামশাস্ত্র—স্বর্গাদির প্রতিপাদক শাস্ত্র
পুংস্কোকিল—পুরুষ কোকিল
পঞ্চভূত—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পাঁচ তত্ত্ব
ত্রিবিধলোক—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল
জরায়ুজাদি—গর্ভচর্ম্ম-স্থলীজাত মনুষ্য গবাদি
চতুর্ব্বিধ প্রাণী যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, উষ্মজ
মানসিক ক্রিয়া—মনের ব্যাপার, বৃত্তি
শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ,
দম—জিতেন্দ্রিয়তা
আশ্রয়—অবলম্ব

আহার বিনা শরীরীর শরীর ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই সুললিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে অন্য কথা নাই। যেমন সমুন্নতিপ্রেপ্সু ভৃত্যগণ সদ্বংশজ প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিবরাগ্রগণ্যগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে মহর্ষিগণ। তোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক; কারণ লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগ পূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠ-বিনির্গত অপ্রমেয় পরম পবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহার পুষ্কর জলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সন্ধ্যাকালে মহাভারত পাঠদ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়েন; আর নিশাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা যে

উপায়ান্তর—অন্য উপায়
সুললিত—সুমধুর
ব্যতিরেকে—ব্যতীত
সমুন্নতিপ্রেপ্সু—যে উন্নতির ইচ্ছা করে
আরাধনা—পরিচর্য্যা, সেবা
কবিবরাগ্রগণ্য—কবিশ্রেষ্ঠ
লোকান্তরগত—পরলোকগত
সাতিশয়ানুরাগ—অত্যন্ত স্নেহ
অপ্রমেয়—অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা যায় না।
পুষ্করজলে—পুষ্কর হ্রদের জলে
নিরঙ্কুশ—প্রতিবন্ধশূন্য

সকল পাপ সঞ্চয় করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনকমণ্ডিতশৃঙ্গ গোশত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারতকথা প্রত্যহ শ্রবণ করে, এই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন অর্ণবপোতাদি দ্বারা সুবিস্তীর্ণ অগাধ জলধি অনায়াসে পার হওয়া যায়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট মহার্থযুক্ত এই উপাখ্যান সুখবোধ্য হয় জানিবেন।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সমাপ্ত।

বহুশ্রুত—বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত
কনকমণ্ডিত—স্বর্ণমণ্ডিত
অর্ণবপোত—জাহাজ
অগাধ—অতলস্পর্শ
জলধি—সমুদ্র
মহার্থযুক্ত—প্রধানার্থপূর্ণ

টিপ্পনী।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়।

নরনারায়ণ—জীবাত্মা-পরমাত্মা বা জীবেশ্বর। নারায়ণ পরমাত্মা বা পরমেশ্বর, অতএব তিনি প্রণামের যোগ্য। নর বা মনুষ্যে পরমাত্মার অংশ জীবাত্মারূপে অবস্থিত বলিয়া নরও প্রণম্য। অথবা নরনারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন। কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ নামক দুই প্রাচীন ঋষির অবতার। যথা—

"নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তাবিমাবনুজানীহি হৃষীকেশধনঞ্জয়ৌ॥"

এই নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ও বিষ্ণুর অবতার। বিষ্ণু ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা বদরিকাশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করেন। মতান্তরে মহাদেব অষ্টপদ সিংহ মূর্ত্তি ধরিয়া নরসিংহরূপী বিষ্ণুকে দ্বিখণ্ড করিলে তাঁহার নরাংশ হইতে নর ও সিংহাংশ হইতে নারায়ণ ঋষির উৎপত্তি হইয়াছিল।

সরস্বতী—ইনি বিদ্যা বা জ্ঞান ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং যাঁহার কৃপায় মহাভারত বুঝিবার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন ও পাঠের জন্য সুবাক্যের প্রয়োজন তিনিও অবশ্য প্রণম্য।

জয়—যাহা পাঠে সংসারে জয়, অর্থাৎ জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় তাহাই জয়। এখানে মহাভারত। অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত বা রামায়ণ, কৃষ্ণচরিত বা ভাগবত, পঞ্চমবেদস্বরূপ মহাভারত, যাবতীয় বিষ্ণুধর্ম্ম ও সমস্ত শিবধর্ম্মের নাম জয়।

"অষ্টাদশপুরাণানি রামস্থ চরিতংতথা।
কাষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যম্মহাভারতং বিদুঃ॥
তথৈব বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শিবধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

ভবিষ্যপুরাণের এই বচনের দ্বারা জানা যাইতেছে পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের নাম জয়। আবার কোন কোন অভিধানে জয় শব্দের অর্থ চতুর্বর্গের (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের) কারণ। তাহা হইলে শারীরক সূত্রের (বেদান্ত দর্শনের) ভাষ্যাদিকেও জয় বলা যাইতে পারে।

নৈমিষারণ্য—একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভগবান্ নিমেষ মধ্যে তথায় অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নৈমিষারণ্য নাম হয়। কোন মতে তথায় ব্রহ্মার মনোময় চক্রের নেমি বা প্রান্ত শীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া উহার উক্ত নাম হয়। আবার অন্য মতে নিমি রাজা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার উক্ত নাম হইয়াছিল। এখানে ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ তপস্যা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহার সাধারণ নাম নিমখার। ইহা অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত।

কুলপতি—যে ব্রহ্মর্ষি দশসহস্র মুনিকে অন্নদানাদির দ্বারা পোষণ করেন ও অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে কুলপতি বলে।

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

লোমহর্ষণ—সূতজাতীয় বিখ্যাত পুরাণবক্তা, ইনি বেদব্যাসের শিষ্য, ব্যাস ইঁহাকে পুরাণসংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥"

ইঁহার বাক্য দ্বারা সকলের লোমহর্ষণ হইত বলিয়া ইঁহার লোমহর্ষণ নাম হয়।

"লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যৎ সুভাষিতৈঃ।
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোকেঽস্মিন্ লোমহর্ষণঃ॥"

ইনি ঋষিদিগকে পুরাণ শুনাইতেন। লোমহর্ষণ স্বেচ্ছায় বলরামের অস্ত্রে নৈমিষারণ্যে নিহত হন। লোমহর্ষণ সাধারণতঃ সূত নামে খ্যাত।

সৌতি—সূতপুত্র, সূতজাতীয় লোমহর্ষণের বা সূতনামধেয় লোমহর্ষণের পুত্র। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে প্রতি-লোমক্রমে জাত জাতিকে সূত কহে।

"ক্ষত্রিয়াদ্‌বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।" মনু।

অশ্বসারথ্য ইহাদের সাধারণ বৃত্তি। কিন্তু লোমহর্ষণ ও তৎপুত্রপ্রভৃতি পুরাণবক্তা ছিলেন। সেজন্য কোন কোন পুরাণে উক্তবংশীয় সূতদিগকে নারায়ণের অংশরূপে কোন কোন যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহার নাম উগ্রশ্রবাঃ। ইনি মহাভারতের বক্তা।

জনমেজয়—পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র ও অর্জ্জুনের প্রপৌত্র। ইনি সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও বৈশম্পায়নের নিকট হইতে মহাভারতের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সর্পযজ্ঞ—সর্পকুল বিনষ্ট করিবার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান

হইয়াছিল। রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ গমন করিয়া একটি মৃগকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে সে পলায়ন করে। রাজা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শমীক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মৌন-ব্রতাবলম্বী মুনিকে মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাওয়ায়, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির স্কন্ধদেশে এক মৃত সর্প স্থাপন করেন। মুনির পুত্র শৃঙ্গী তাহা অবগত হইয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তিনি সাত দিনের মধ্যে তক্ষক সর্পের দংশনে প্রাণ-ত্যাগ করিবেন। পরীক্ষিতের তাহাতেই মৃত্যু হয়। পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় সর্পকুলের সহিত তক্ষককে দগ্ধ করিবার জন্য সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইতে না হইতে নাগরাজ বাসুকীর ভাগিনেয় আস্তীক ঋষি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া কৌশল-পূর্ব্বক রাজার নিকট বর চাহিয়া তক্ষক ও অন্যান্য সর্পকে রক্ষা করেন।

বৈশম্পায়ন—ব্যাসশিষ্য মুনিবিশেষ। ইনি জনমেজয়কে মহাভারত শুনাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস। ইনি যমুনাদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নাম প্রাপ্ত হন।

"ন্যস্তো দ্বীপে স যদ্‌বালস্তস্মাদ্ দ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ।"

বেদের বিভাগ করার জন্য তাঁহার বেদব্যাস নাম হয়।

"বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্ ব্যাস ইতি স্মৃতঃ॥"

সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্র। মাহিষ্মতী নগরাধিপ ক্ষত্রিয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-কর্ত্তৃক জমদগ্নি ঋষি নিহত হইলে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যের নিধন ও একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরে শোণিত দ্বারা পঞ্চহ্রদ সৃষ্টি করিয়া পিতৃলোকের

তর্পণ করিয়াছিলেন। যেখানে উক্ত শোণিতময় পঞ্চহ্রদ নির্ম্মিত হয়, তাহার নিকটস্থ স্থান সমন্তপঞ্চক নামে খ্যাত হয় ও মহাতীর্থ-স্বরূপ হইয়া উঠে।

"তেষাং সমীপে যো দেশো হ্রদানাং রুধিরাম্ভসাম্।
সমন্তপঞ্চকমিতি পুণ্যং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্॥"

উহাই কুরুক্ষেত্র, এবং ঐ স্থানেই ভারতসমর সংঘটিত হইয়াছিল।

বিশ্বসংসার......অন্ধকারে আবৃত ছিল—অন্ধকার বা তমঃ-শব্দে বিশ্বের অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থা; বিশ্ববিকাশের পূর্ব্বাবস্থা ও বিশ্ব পরিণামে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই জগতের উপাদান। সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত জগতের প্রথম প্রকাশই অণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড। তাহাতেই ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট (অন্তঃপ্রবিষ্ট) হন। উক্ত অণ্ডে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পর প্রজাপতি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। মূল মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে।

"নিষ্প্রভেঽস্মিন্নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ডমভূদেকং প্রজানাং বীজমব্যয়ম্॥
যুগস্যাদৌ নিমিত্তং তন্মহদ্দিব্যং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ সংশ্রূয়তে সত্যং জ্যোতির্ব্রহ্ম সনাতনম্।
অদ্ভুতং চাপ্যচিন্ত্যঞ্চ সর্ব্বত্র সমতাং গতম্।
অব্যক্তং কারণং সূক্ষ্মং যত্তৎ সদসদাত্মকম্॥
যস্মাৎ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্ম্মনুঃ সঃ পরমেষ্ঠ্যথ॥"

মহাভারতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সহিত মনুরও ঐক্য আছে যথা—

"আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্‌বভৌ ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥"

স্থাণু—রুদ্র, তিনি প্রাণীর উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ, এবং সমাধি দ্বারা সাক্ষিস্বরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া তিনি স্থাণু নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

স্বায়ম্ভুবমনু—ব্রহ্মার পুত্র, ইনি প্রথম প্রজাপতি। মনুসংহিতা ইঁহারই উক্তি।

দশ প্রচেতা—প্রাচীনবর্হিরাজপুত্র। ইঁহারা সমুদ্রতনয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ও সমুদ্রসলিলে তপস্যা করিয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। তাঁহাদের স্ত্রী মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়।

দক্ষের সপ্তপুত্র—ক্রোধ, তম, দম, বিক্রীত, অঙ্গিরা, কর্দ্দম, অশ্ব।

সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ। এই নামে ৭টি নক্ষত্রযুক্ত একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে। ইংরেজীতে তাহাকে Great Bear বলে।

চতুর্দ্দশ মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি, ইঁহাদের এক এক জনের অবস্থানকালকে মন্বন্তর কহে। বর্ত্তমানসময়ে বৈবস্বত মনুর সময় চলিতেছে। এই চতুর্দ্দশ মনু এক এক কল্প ব্যাপিয়া থাকেন।

দশ বিশ্বদেব—ইঁহারা একপ্রকার গণদেবতা, তাঁহাদের নাম ক্রতু, দক্ষ, বসু, সত্য, কাম, কাল, ধ্বনি, রোচক, পুরুরবা, আশ্রবা।

দ্বাদশ আদিত্য—কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জাত দ্বাদশ দেবতা; তাঁহাদের নাম, বিবস্বান্, অর্য্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রমঃ (উরুক্রমের পরিবর্ত্তে অতিতেজা উল্লিখিত হয়), আবার কোন কোন মতে দ্বাদশ আদিত্যের এইরূপ নাম। ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, (ধাতার পরিবর্ত্তে সোমও উল্লিখিত হয়)।

অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস। সাবিত্রের পরিবর্ত্তে কোন মতে বিষ্ণু ও কোন মতে আপ দৃষ্ট হয়, ইঁহারা গণদেবতা।

অশ্বিনীকুমার—অশ্বীভূত সংজ্ঞানামে সূর্য্যপত্নীর গর্ভজাত যমজ পুত্রদ্বয়, ইঁহারা দেবতাদিগের চিকিৎসক।

পিশাচ—দেবযোনিবিশেষ।

গুহ্যক—দেবযোনিবিশেষ, তাহারা কুবেরানুচর নিধিরক্ষক।

পিতৃগণ—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদিগের সন্তানেরা

পিতৃগণ নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম যথা সোমসদ, অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সোমপা, হবির্ভুজ, আজ্যপা, সুকালিন।

আস্তীক পর্ব্ব—এই পর্ব্বে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের বিবরণ আস্তীক ঋষির জন্মবৃত্তান্ত ও তৎকর্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণের কথা লিখিত আছে।

উপরিচর—পুরুবংশের রাজা। ইনি ইন্দ্রের উপদেশে চেদি-রাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র ইঁহাকে স্ফটিকনির্ম্মিত এক রথ প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশ-পথে সঞ্চরণ করিতেন, সেইজন্য তাঁহার উপরিচর নাম হয়। তিনি মৎস্যগন্ধা সত্যবতী ও মৎস্যরাজের পিতা। সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ব্যাসের জন্ম হয়। সত্যবতীর সহিত পরে শান্তনু-রাজার বিবাহ হয়। এই বিবাহে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র হয়।

গ্রন্থ-গ্রন্থিস্বরূপ কূটশ্লোক—ইহাদিগকে ব্যাসকূট কহে। মহাভারতের মধ্যে যেগুলি দুর্ব্বোধ্য শ্লোক তাহাই ব্যাসকূট নামে অভিহিত হয়।

সঞ্জয়—গবল্‌গণনামক সূতের পুত্র। ইনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। ইনি গৃহে বসিয়া ভারতসমর প্রত্যক্ষ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে তাহা অবগত করাইতেন।

জরাসন্ধ—চন্দ্রবংশীয় মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর। দুই মাতার গর্ভে দুই অর্দ্ধ কলেবরে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার মাতৃদ্বয় সেই দুই অর্দ্ধ কলেবর পরিত্যাগ করেন। পরে জরা নামে রাক্ষসী ঐ দুই অর্দ্ধ কলেবর সংযোজিত করায় অর্দ্ধদ্বয়

একীভূত হইয়া বালক রূপে পরিণত হয় ঐ বালকের নাম জরাসন্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অত্যন্ত শত্রুতা ছিল, ভীম তাঁহাকে নিহত করেন।

শিশুপাল—চেদিরাজবংশীয় দমঘোষের পুত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষস্বপুত্র ও তাঁহার শত্রু ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা ও অবমাননা করায়, শিশুপাল তথায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

লক্ষ্যভেদ—দ্রুপদরাজ স্বীয় কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের জন্য এক সুদৃঢ় ধনু ও যন্ত্রমধ্যস্থ লক্ষ্য নির্ম্মাণ করিয়া এইরূপ ঘোষণা করেন, যিনি উক্ত ধনুতে পাঁচটি শর যোজনা করিয়া যন্ত্রমধ্যস্থ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, দ্রৌপদী তাঁহাকেই বরণ করিবেন। রাজগণ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে অর্জ্জুন সেই ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া লক্ষ্য ভেদ করেন ও দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পরে তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতার সহিত দ্রৌপদীব বিবাহ হয়।

বৃষ্ণিবংশ—যাদববংশ।

খাণ্ডবদাহ—শ্বেতকি নামক রাজার যজ্ঞে বহুতর দ্রব্যসম্ভার ভোজনে অগ্নি গ্লানিযুক্ত হওয়ায়, ব্রহ্মা তাঁহাকে খাণ্ডববন দগ্ধ-করিয়া গ্লানি দূর করিতে বলেন। এই বন যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। তথায় ইন্দ্রের মিত্র তক্ষকের আবাস ছিল। ইন্দ্র তক্ষককে রক্ষা করিবার জন্য অগ্নিকে তাহা দগ্ধ করিতে দেন নাই। অগ্নি কৃষ্ণার্জ্জুনের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া খাণ্ডব দগ্ধ করেন। তক্ষক তৎকালে তথায় ছিলেন না। তাঁহার পুত্র অশ্বসেন, ময়দানব ইত্যাদি তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

জতুগৃহ—দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বারণাবত নামক স্থানে বাসের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুগত পুরোচন নামে ম্লেচ্ছ তথায় এক জতুগৃহ (গালা প্রভৃতিতে নির্ম্মিত গৃহ) নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবদিগকে সেই গৃহে বাস করাইয়া তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করে। পাণ্ডবেরা তাহা জানিতে পারিয়া গৃহের তলে এক সুরঙ্গ খনন করিয়া অবস্থান করেন। পরে এক দিন রাত্রিতে ভীম তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া উক্ত গৃহ ও পুরোচনকে দগ্ধ করেন। পাণ্ডবেরা আত্ম রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

কিরাতরূপী ভগবান্—অর্জ্জুন হিমালয়ে তপস্যা করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করেন, মহাদেব তাঁহাকে কিরাতরূপে দেখা দেন। অর্জ্জুন বরাহাকার একটি রাক্ষসকে শর সন্ধান করিলে কিরাতরূপী মহাদেবও তাহার প্রতি শরক্ষেপ করেন। উভয়ের শরপাতে রাক্ষস নিহত হয়। উভয়ে তাহাকে নিজ নিজ লক্ষ্য বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে, ক্রমে তাহা যুদ্ধে পরিণত হয়। মহাদেব সেই যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন।

কালকেয়—কালকাগর্ভসম্ভূত অতিদুর্দ্দান্ত মহাপরাক্রান্ত ষষ্টি সহস্র অসুর। তাহারা বৃত্রের অনুচর ছিল। ইহারা পাতালে বাস করিত। অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাজিত করেন।

ঘোষযাত্রা—পূর্ব্বে রাজগণ আপনাদের অধীন ঘোষপল্লীতে গোসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য গমন করিতেন। পাণ্ডবেরা যখন দ্বৈত বনে ছিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রতি উপদ্রব করিবার ইচ্ছায় কর্ণের পরামর্শে দ্বৈতবনে স্বীয় ঘোষপল্লীস্থিত গোসমূহের

তত্ত্বাবধানের ছলে তথায় গমন করেন। কিন্তু সেখানে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের হস্তে বন্দী হওয়ায় পরে অর্জ্জুন তাঁহাকে মুক্ত করেন।

ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার স্বীকার করিয়া—পাণ্ডবেরা যখন দ্বৈতবনে ছিলেন, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মপরায়ণতার পরীক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্ম এক যক্ষের আকার ধারণ করিয়া তথাকার একটি সরোবরের নিকট অবস্থিতি করেন। সহদেব হইতে ভীম পর্য্যন্ত সেই সরোবরের জলপান করিতে গমন করিলে, যক্ষ নিষেধ করিয়া বলেন যে, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরে জলপান কর। তাঁহারা তাহা না শুনিয়া জলপানে প্রবৃত্ত হওয়ায়, একে একে সকলে মৃতকল্প হইয়া পড়েন। যুধিষ্ঠির সর্ব্বশেষে তথায় উপস্থিত হইয়া যক্ষরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ জীবন লাভ করেন।

শিখণ্ডী—দ্রুপদরাজের পুত্র, ইনি নপুংসক ছিলেন। নপুংসক দেখিলে ভীষ্ম যুদ্ধ করিতেন না। সেই জন্য ভীষ্মকে নিরস্ত্র করিবার জন্য অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।

সংশপ্তকগণ—যাহারা শপথ বা সংগ্রাম হইতে বিচলিত না হয়। নারায়ণী সেনাবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে এই সৈন্য প্রদান করিয়াছিলেন।

ঘটোৎকচ—হস্তিমুণ্ডের ন্যায় মস্তক কেশশূন্য বলিয়া উহার ঘটোৎকচ নাম হয়। হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের ঔরসে তাহার জন্ম হয়। কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুরুষঘাতিনী শক্তির দ্বারা তাহাকে বধ করিয়াছিলেন।

মণিরত্ন—অশ্বত্থামা পাণ্ডবদিগের পঞ্চপুত্রকে বিনাশ করিলে,

পাণ্ডবেরা তাঁহাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করেন। বেদব্যাসের পরামর্শে অশ্বত্থামা তাহাদিগকে তাহার মস্তকস্থিত মণি প্রদান করেন। ঐ মণি ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায়।

আমাদের পক্ষীয় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি—কৌরব পক্ষে তিনজন—কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা। পাণ্ডবপক্ষে সাত জন—পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি।

সৃঞ্জয়—মহারাজ শ্বিতের পুত্র, ইনি পরম যত্নে অন্নপান ও বস্ত্রদানের দ্বারা ব্রাহ্মণারাধনা করিয়া মহর্ষি নারদের বরে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার দ্বারা সৃঞ্জয়ের সমস্ত অভীষ্টপূর্ণ হইয়া যাইত। দস্যুগণ সেই পুত্রকে হরণ করিয়া নিহত করে।

সুহোত্র—উতথিরাজপুত্র; ইনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার ও ধনাগমের চেষ্টা করিতেন। মেঘ তাঁহার নিমিত্ত স্বর্ণ বর্ষণ করিত, তজ্জন্য তাহার রাজ্যের সমস্ত নদী স্বর্ণময়ী ছিল, ও অনেক স্থান সুবর্ণময় ছিল। তিনি অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রন্তিদেব—ইনি সঙ্কৃতিরাজের পুত্র ও দশপুরাধিপতি। ইঁহার ভবনে দুই লক্ষ পাচক ছিল, তাহারা সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে দিবারাত্রি ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনদানও করিতেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের শোণিতাক্ত চর্ম্মরাশি হইতে চর্ম্মণ্বতী বা চম্বল নদীর উৎপত্তি হয়। উহার কথা মেঘদূতে এইরূপ লিখিত আছে—

"স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্।"

বাহ্লীক—পুরুবংশীয় প্রতাপের পুত্র ও শান্তনুর ভ্রাতা।

শর্য্যাতি—বৈবস্বত মনুপুত্র।

নল—নিষিদদেশের অধিপতি ও বীরসেনসুত। নল অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তী ইঁহাকে স্বয়ংবরে পতিত্বে স্বীকার করেন। কলির ক্রোধে পতিত হইয়া পাশক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইয়া নল বনে গমন করেন, পরে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হন।

বিশ্বামিত্র—সূর্য্যবংশীয় রাজা। ইনি ক্ষত্রিয়বলে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে অভিভূত করিতে না পারায়, তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অম্বরীষ—সূর্য্যবংশীয় নাভাগরাজতনয়। ইনি অত্যন্ত যোদ্ধা ছিলেন, একাকী দশ লক্ষ নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বহু যজ্ঞ করেন, ও যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বহু খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা ভোজন করাইয়াছিলেন।

মরুত্ত—চন্দ্রবংশীয় অবীক্ষিদ্রাজপুত্র। ইনি প্রজাপালন ও বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মনু—সূর্য্যের পুত্র, বৈবস্বত নামে খ্যাত। ইনি বর্ত্তমান মন্বন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর পুত্র, সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ।

গয়—অমূর্ত্তরয়ের পুত্র, রাজর্ষি। ইনি হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। গয় বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণময়ী পৃথিবী দান করিয়াছিলেন।

ভরত—দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুত্র, ইঁহা হইতে ভরতবংশ হয়। ইনি কুরুপাণ্ডবদিগের আদিপুরুষ, ইনি স্ববিক্রমে অধিকার-বিস্তার ও যজ্ঞাদি বহুবিধ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শশবিন্দু—চিত্ররথপুত্র, ইনি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শশবিন্দু, অশ্বমেধ যজ্ঞে আপনার এক লক্ষ পুত্রকে রথ, গজ ও ধনরত্নসহ ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন।

ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় রাজা, কোন কোন মতে ইনি দিলীপের পুত্র। ইনি মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন করেন, সেই জন্য গঙ্গার ভাগীরথী নাম হয়। ভগীরথ অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

যযাতি—পুরুবংশীয়দিগের আদিপুরুষ, ইনি নহুষের পুত্র ও পুরুর পিতা। যযাতি বহু রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী তাঁহার দুই ভার্য্যা। যযাতি শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

পুরু—যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র, ইনি শুক্রশাপগ্রস্ত পিতার জরা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় যৌবন প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহা হইতে পৌরব বংশের উৎপত্তি।

কুরু—পুরুবংশীয় সম্বরণের পুত্র। কুরু ধর্ম্মপরায়ণ হওয়ায় প্রজাদিগের প্রীতিভাজন হন। তিনি কুরুজাঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র হয়।

যদু—যযাতির পুত্র। ইঁহা হইতে যাদব বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শূর—যদুবংশীয় রাজা, শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ।

যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিৎ রাজার পুত্র ও মান্ধাতার পিতা।

ককুৎস্থ—সূর্য্যবংশীয় রাজা, অযোধ্যাধিপতি, ইনি শশাদ রাজার পুত্র ও ইক্ষ্বাকুর পৌত্র।

রঘু—সূর্য্যবংশীয় দিলীপরাজপুত্র ও রামচন্দ্রের প্রপিতামহ।

বিজয়—ভৈরববংশীয় কল্পরাজপুত্র, কাশীরাজ ও খাণ্ডববন কর্ত্তা।

অঙ্গ—চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের পুত্র, তাঁহার নাম হইতে অঙ্গ দেশের নাম হইয়াছে।

উশীনর—চন্দ্রবংশীয় রাজা, শিবিরাজের পিতা।

বেণ—সূর্য্যবংশীয় রাজা। পৃথুর পিতা।

সগর—সূর্য্যবংশীয় বাহুরাজপুত্র, ইঁহার দ্বারা সাগরের অবতারণা হয়। ইঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র কপিলশাপে ভস্ম হওয়ায়, ভগীরথ তাঁহাদের উদ্ধারের জন্ত গঙ্গা আনয়ন করেন।

সঙ্কৃতি—দশপুরাধিপতি রন্তিদেবের পিতা।

নিমি—ইক্ষ্বাকুর পুত্র। কোন কোন মতে ইঁহা হইতে নৈমিষারণ্যের নামকরণ হয়।

পুণ্ড্র—চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের পুত্র, ইঁহা হইতে পুণ্ড্রদেশের নাম হয়।

বৃহদ্রথ—মগধাধিপতি জরাসন্ধের পিতা।

সত্যব্রত—সূর্য্যবংশীয় ত্রয্যারুণরাজপুত্র। ইনি ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে বিশ্বামিত্রকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন।

সুমিত্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুরথরাজপুত্র।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র, উত্তানপাদ ইঁহার ভ্রাতা।

অবিক্ষিৎ চন্দ্রবংশীয় রাজা, মরুত্ত রাজার পিতা।

ভাব ও অভাব * * * * সমুচিত নহে।—অনন্ত সময়প্রবাহ কাল, তাহা ঈশ্বরেরই স্বরূপ। গৌণ পক্ষে কালশব্দে সময়প্রবাহ বুঝায়, কিন্তু মুখ্য পক্ষে তাহাকে ঈশ্বরই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য কালের চেতনতা ও সর্ব্বকর্ত্তৃতা উপলব্ধি হয়। যেমন বৃক্ষাদিতে কালেরই জন্য ফলপুষ্পাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ পুরুষে সদসদ্বুদ্ধিরও উদ্গম হইয়া থাকে। (ভাবাভাব অর্থে বস্তুর উদ্ভবানুদ্ভব কিংবা ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য) কালের দ্বারাই সৃষ্টিস্থিতি লয় হয়। প্রলয়কালে ও মোক্ষ সময়েও কালই একমাত্র জাগ্রত থাকে। অতএব কালই কেবল অবিনাশী এবং কালই সর্ব্ব প্রাণীতে অধিষ্ঠিত। অতএব উহা আত্মাস্বরূপ বা ব্রহ্ম। ভগবান্ যে কালরূপে সমস্ত সংহার করেন তাহা গীতাতেও উক্ত হইয়াছে।

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।"

এই আমার লোকক্ষয়কারক উদ্দীপ্ত কালমূর্ত্তি দ্বারায় সমস্তকে আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

সত্য ও অমৃত—সত্য = ব্রহ্ম, অমৃত = দেবভাব, দেবতারা কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী, সেই জন্য অমৃতত্বে এস্থলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত বুঝাইতেছে, যথা—

"আভূতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।"

মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বগুণে অধিক হইল—গ্রন্থের আধিক্য ও অর্থের আধিক্যে ভারী। অর্থাৎ ইহাতে বেদ অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়।

পরশুরাম—বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম, জমদগ্নির পুত্র। ইনি পিত্রাজ্ঞায় মাতা রেণুকাকে পরশুর আঘাতে হত্যা করিয়াছিলেন, এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে হত্যা করিয়া একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। সমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রে তিনি রুধিরময় পঞ্চহ্রদের সৃষ্টি করিয়া তথায় পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ইঁহার তেজ হরণ করেন। ভীষ্মের সহিত ইঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। কর্ণ ইঁহার শিষ্য।

যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তু মধ্যে আত্মা—আত্মজ্ঞানই স্বতঃ পুরুষার্থ, অর্থাৎ পুরুষের একমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যাপারই আত্মজ্ঞান; সেইজন্ম আত্মাই মুখ্যরূপে জ্ঞাতব্য।

হিড়িম্ববধ—পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহের পর বনে গমন করেন। তথায় হিড়িম্ব নামে রাক্ষস বাস করিত, ভীম তাহাকে নিহত করেন। হিড়িম্বের ভগিনী হিড়িম্বার গর্ভে ও ভীমের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

বকবধ—পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে বাস করিতেন। উক্ত নগরের নিকটে বকনামে এক রাক্ষস বাস করিত। তাহার নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাটী হইতে একটি মনুষ্য ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য সে ভোজনের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে। উক্ত ব্রাহ্মণের পালার সময় কুন্তীদেবী তাহা জানিতে পারায়, তাঁহার আদেশে ভীমসেন কর্ত্তৃক বকরাক্ষস নিহত হয়।

চৈত্ররথ পর্ব্ব—পাণ্ডবেরা সোমাশ্রয়াণ নামক তীর্থে গমন

করিয়া, মাতা কুন্তীসহ সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে গমন করেন। অঙ্গারপর্ণ বা চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব স্ত্রীপরিবৃত হইয়া তথায় গঙ্গাজলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পাণ্ডবদিগের আগমনে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, পরে অর্জ্জুনের শরসন্ধানে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অনেক উপাখ্যান বলেন। চৈত্ররথপর্ব্বে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সুভদ্রাহরণ—সুভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী। অর্জ্জুন যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনেন।

যৌতুকাহরণ—সুভদ্রাহরণের পর যাদবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন ও সুভদ্রাকে যৌতুক প্রদান করেন।

দিগ্বিজয় পর্ব্ব—ইহাতে রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা যে যে দিকের রাজাকে জয় করিয়াছিলেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

অর্ঘাভিহরণ—রাজসূয়যজ্ঞে ভীষ্ম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করেন।

দ্যূত ও অনুদ্যূত পর্ব্ব—অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। ইহাই উক্ত দুই পর্ব্বের প্রতিপাদ্য। অনুদ্যূত অর্থে পশ্চাৎ দ্যূত, অর্থাৎ আবার অক্ষক্রীড়া।

কির্ম্মীর বধ—অক্ষক্রীড়ার পর পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে গমন করিলে কির্ম্মীর নামক রাক্ষস তাঁহাদিগের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করে, ভীম তাহাকে নিহত করেন।

জটাসুরবধ—জটাসুর রাক্ষস পাণ্ডবদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে ভীম তাহাকে নিহত করেন।

যক্ষযুদ্ধ—জটাসুর বধের পর যক্ষরাক্ষসদিগের সহিত ভীমের

যুদ্ধ হয়। পরে যক্ষরাজ কুবের সমাগত হইলে, যুধিষ্ঠিরের সহিত কথোপকথনে তিনি পরিতুষ্ট হন, ভীমসেন তাঁহার শরণাগত হন।

নিবাতকবচযুদ্ধ পর্ব্ব—নিবাতকবচগণ পরাক্রান্ত তিন কোটি অসুর, তাহারা হিরণ্যকশিপুপুত্র সংহ্লাদের সন্তান। অর্জ্জুন কর্তৃক তাহারা কিরূপে পরাজিত হয়, তাহাই এই পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আজগর পর্ব্ব—যযাতির পিতা নহুষ ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া হিমালয়ের কন্দরে বাস করিতেন। তিনি ভীম-সেনকে আক্রমণ করিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া ভীমসেনকে মুক্ত করেন, এবং নহুষও মুক্ত হন।

মার্কণ্ডেয়সমস্যা—পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে অবস্থিতি করিলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হন। পাণ্ডবেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক জিজ্ঞাস্যের মীমাংসা করিয়া লন।

দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ—সত্যভামা দ্রৌপদীকে স্বামী বশ করার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, দ্রৌপদী কেমন করিয়া আপনার পঞ্চস্বামীকে সন্তুষ্ট করেন তাহা সত্যভামাকে বলেন। দ্রৌপদী সত্যভামাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন কালিদাস কণ্বের দ্বারা নিম্নলিখিত শ্লোকে শকুন্তলাকে তাহাই কহাইয়াছিলেন।

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

মৃগস্বপ্নোদ্ভব—পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে অবস্থিতিকালে যুধিষ্ঠির

এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কতকগুলি মৃগ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, আপনার ভ্রাতৃগণ আমাদিগের সকলকে বিনাশ করিয়াছেন, কেবল আমরা কয়টি মাত্র আছি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। যুধিষ্ঠির প্রভাতে ভ্রাতাদিগকে মৃগয়া করিতে নিষেধ করেন। পরে সকলে মিলিয়া কাম্যক বনে যান।

ব্রীহিদ্রৌণিক—মহর্ষি মুদ্গল এক দ্রোণ ব্রীহি (ধান্য) দান করিয়া কিরূপ ফল পাইয়াছিলেন বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে তাহাই কীর্ত্তন করেন।

ঐন্দ্রদ্যুম্ন—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান। ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্নের মার্কণ্ডেয় অপেক্ষা প্রাচীনত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য—অশ্বপতি রাজার কন্যা সাবিত্রী পাতিব্রত্যধর্ম্মের জন্য যমের নিকট হইতে স্বীয় পতি সত্যবানের জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য।

কুণ্ডলাহরণ—দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবদিগের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট হইতে কুণ্ডল ও কবচ আহরণ করেন। উক্ত কুণ্ডল ও কবচের জন্য কর্ণ অবধ্য ছিলেন।

আরণেয়—পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে বাসকালে একদা একটি মৃগ কোন ব্রাহ্মণের অরণি (অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ) শৃঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। ব্রাহ্মণের অনুরোধে পাণ্ডবেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এক নিবিড় বনমধ্যে সরোবর তীরে উপস্থিত হন। তথায় যক্ষরূপী ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

সময়প্রতিপালন—পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বনবাসের পর অজ্ঞাতবাসে থাকিবেন। বিরাট রাজ্যে তাঁহারা অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

কীচকবধ—কীচক বিরাট রাজার শ্যালক। সে দ্রৌপদীকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করিলে ভীম তাহাকে নিহত করেন।

সঞ্জয়াগম পর্ব্ব—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিরাট নগরে পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত হন।

প্রজাগর পর্ব্ব—পাণ্ডবদিগেব সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে চিন্তাকুলিত ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রা না হওয়ায় তিনি বিদুরকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করেন।

সনৎসুজাত পর্ব্ব—ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে বিদুর মহর্ষি সনৎসুজাতকে চিন্তা করিলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ও অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন।

যানসন্ধি—এই পর্ব্বে কুরুপাণ্ডবদিগের সন্ধির প্রস্তাব হয়।

মাতলির উপাখ্যান—ইন্দ্রের সারথি মাতলি ও নারদ পাতালে গমন করিয়া নাগরাজ প্রভৃতির নিকট কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহাই কথিত আছে।

গালবচরিত—বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব গুরুদক্ষিণা আট শত শ্বেত অশ্ব আহরণের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহা বর্ণিত আছে।

বামদেবোপাখ্যান—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা শল বামদেব ঋষির বামী নামক অশ্বদ্বয় কোন কার্য্যের জন্য লইয়া গিয়া প্রত্যর্পণ না করায়, ঋষি শাপপ্রদানে কিরূপে তাহার ও তাহার বংশধরদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

বৈণ্যোপাখ্যান—বেণরাজের পুত্র পৃথুর উপাখ্যান। ইনি লোকপ্রথিত বলিয়া পৃথু নাম ধারণ করেন। মহর্ষিগণ ইঁহাকে

দণ্ডকারণ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পৃথিবী অত্যন্ত শস্যশালিনী হইয়াছিল।

জামদগ্ন্যোপাখ্যান—পরশুরামের বৃত্তান্ত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ষোড়শরাজিক পর্ব্ব—ষোল জন প্রসিদ্ধ রাজার উপাখ্যান। ইঁহারা অনেক সৎকার্য্য করিয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্রোণ পর্ব্বে ও শান্তি পর্ব্বে এই ষোড়শরাজিক উপাখ্যান আছে। কিন্তু উভয় পর্ব্বের রাজগণের কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সৃঞ্জয়, সুহোত্র, পৌরব, শিবি, রামচন্দ্র, ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীষ, শশবিন্দু, গয়, রন্তিদেব, ভরত, পৃথু ও পরশুরাম দ্রোণপর্ব্বে এই ষোল জনের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শান্তি পর্ব্বে সৃঞ্জয়, সুহোত্র, বৃহদ্রথ, শিবি, ভরত, রামচন্দ্র, ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীষ, শশবিন্দু, গয়, রন্তিদেব, সগর, পৃথু এই ষোল জনের নামোল্লেখ আছে।

বিদুলাপুত্রশাসন—বিদুলা নামে বীরাঙ্গনা তাহার পুত্র সঞ্জয়কে উৎসাহিত করিয়া তাহার দ্বারা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করাইয়াছিলেন।

শ্বেতোপাখ্যান—বিরাটপুত্র শ্বেত কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশেষে কিরূপে নিহত হন তাহার বিবরণ।

কর্ণের বিবাদ—ভীষ্ম কর্ণকে অর্দ্ধরথ বলিয়া ব্যক্ত করিলে কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে, ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি যুদ্ধ করিব না।

রথী ও অতিরথ সংখ্যা—কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষে কোন্ কোন্ বীর রথী ও অতিরথ ছিলেন তাহার নির্ণয়।

উলূক দূতের আগমন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিবার নিমিত্ত উলূক নামক দূতকে প্রেরণ করেন। পাণ্ডবেরাও তাঁহার দ্বারা আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠান।

অম্বোপাখ্যান—বিচিত্রবীর্য্যের জন্য কাশীরাজকন্যা অম্বাকে কিরূপে ভীষ্ম হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন ও কিরূপে পরশু-রামের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

জম্বুদ্বীপ নির্ম্মাণ—পৃথিবী সপ্তদ্বীপা ; জম্বুদ্বীপ উক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম ; ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি বর্ণন সম্বন্ধে বিবরণ।

ভূমিপর্ব্ব—জম্বুদ্বীপ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দ্বীপের বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদ্গীতা পর্ব্ব—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ দূর করিয়া, জ্ঞান, কর্ম্ম ভক্তিযোগ প্রভৃতির উপদেশ দিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান।

নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ পর্ব্ব দ্রোণাচার্য্য নারায়ণের নিকট হইতে মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া অশ্বত্থামাকে প্রদান করেন। অশ্বত্থামা দ্রোণবধের পর তাহা পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সৌপ্তিক পর্ব্ব—নিদ্রিত পাণ্ডব সৈন্যগণের অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিধন।

ঐষীকপর্ব্ব—অশ্বত্থামা ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রবিনিময়, অশ্ব-ত্থামার মণিত্যাগ।

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব—ইহাতে মৃতব্যক্তিগণের উদকক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ঔর্দ্ধদেহিক পর্ব্ব—শ্রাদ্ধ পর্ব্ব।

চার্ব্বাক রাক্ষসের বধ—চার্ব্বাক রাক্ষস দুর্য্যোধনের বন্ধু সে ভিক্ষু বেশ ধারণ করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণদিগের হুঙ্কারে দগ্ধপ্রায় হইয়া পতিত হয়।

গৃহবিভাগ—পাণ্ডবেরা প্রাসাদ ও ভবনাদি বিভাগ করিয়া লন।

রাজধর্ম্ম—রাজনীতি ও রাজার কর্ত্তব্য ধর্ম্ম।

আপদ্ধর্ম্ম—আপৎকালে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম বা বৃত্তি অবলম্বনীয়।

মোক্ষধর্ম্ম—যাহাতে মোক্ষ বা মুক্তির উপায় স্থির হয়।

অনুশাসন পর্ব্ব—ইহাতে ধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

আশ্বমেধিক—পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আশ্রমবাসিক—ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আশ্রমেবাস।

পুত্রদর্শন—বেদব্যাসের অনুগ্রহে ধৃতরাষ্ট্র মৃত পুত্রগণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

মৌষল পর্ব্ব—বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদের অভিশাপে স্ত্রীবেশী শাম্বের প্রসূত লৌহ মুষল হইতে কিরূপে যদুবংশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্ব—পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে।

পৌষ্য পর্ব্ব—পৌষ্য নামে রাজার বৃত্তান্ত আছে।

পৌলোম—ভৃগুপত্নী পুলোমার উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

আস্তীক—বাসুকির ভগিনী জরুৎকারুর পুত্র আস্তীকের বিবরণ আছে।

আদিবংশাবতরণ—কুরুবংশীয়দিগের আদিবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

সম্ভব পর্ব্ব—দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণনা ইহাতে আছে।

উতঙ্কের মাহাত্ম্য— আয়োদ ধৌম্য ঋষির শিষ্য বেদ, তাঁহার শিষ্য উতঙ্কের গুরুভক্তি ও গুরুদক্ষিণা আনয়নজন্য চেষ্টা প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

ভৃগুবংশ—মহর্ষি ভৃগু ও তাঁহার বংশের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষীরসমুদ্রমন্থন— দেবতা ও অসুর মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন।

উচ্চৈঃশ্রবা—শ্বেতবর্ণ অশ্ব, সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত হয়।

অণীমাণ্ডব্য—মাণ্ডব্য নামক ঋষি বাল্যকালে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি যখন মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সে সময়ে কতকগুলি দস্যু তাঁহার আশ্রমে অপহৃত ধন লুকাইয়া রাখে। ঋষি নগরপালকে কোন উত্তর না দেওয়ায় রাজাদেশে তাঁহার শূলদণ্ড হয়। উক্ত শূলদণ্ড পতঙ্গের পুচ্ছে তৃণ প্রবেশের জন্যই হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি ধর্ম্মকে শূদ্র জন্মগ্রহণের জন্য অভিশাপ দেন। পরে ধর্ম্ম বিদুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

তপতী—সূর্য্যকন্যা তপতীর সহিত পুরুবংশীয় সম্বরণ রাজার কিরূপে বিবাহ হয়, সেই উপাখ্যান।

বশিষ্ঠ—বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনী হরণের চেষ্টা

করিলে বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজপ্রভাবে কিরূপে নিবারণ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত বর্ণিত আছে।

ঔর্ব্ব্য—ভৃগুবংশের কোন মহিলার উরু হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ঔর্ব্ব্য নাম হয়। ইনি ক্রোধানলে ভৃগুবংশের চির-শত্রু ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যান—ইন্দ্র ও তাঁহার তুল্য আরও চারি জন মহাদেবের শাপে এক গুহা মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। পরে পঞ্চ-পাণ্ডবরূপে আবির্ভূত হন। লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে জন্মেন।

দৈব বিহিত অমানুষবিবাহ—দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে এক ঋষিকন্যা ছিলেন। তিনি মহাদেবের তপস্যা করিয়া পাঁচবার স্বামী প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া দেববরে পঞ্চস্বামী প্রাপ্ত হন।

সুন্দোপসুন্দের ইতিহাস—হিরণ্যকশিপুবংশীয় নিকুম্ভের সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। এই অসুরদ্বয় ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া অমরত্ব ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের বর লাভ করে। ঋষিরা তাহাদের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া ব্রহ্মাকে জানাইলে, তিনি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা তিলোত্তমা নামে এক সুন্দরী রমণীর সৃষ্টি করান। তাহাকে দেখিয়া দুই ভ্রাতায় বিবাদ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চ অপ্সরার শাপমোচন—অধ্যয়নপর একজন তেজস্বী ব্রহ্মচারীর তপস্যা ভঙ্গ করায় উক্ত ব্রাহ্মণের অভিশাপে পাঁচ জন অপ্সরা কুম্ভীর হয়। অর্জ্জুন তাহাদিগকে মুক্ত করেন।

কিঙ্করদর্শন—যুধিষ্ঠিরের অধীন রাজগণ ও অন্যান্য লোকের দর্শন।

সুরভির উপাখ্যান—কামধেনু সুরভি স্বীয় পুত্রদিগের লাঙ্গল

বহনের কষ্ট দেখিয়া ইন্দ্রের নিকট রোদন করিয়াছিলেন। তদবধি ইন্দ্রের পুত্রবৎসলতা জন্মে।

সৌভিপতি শাম্বের বধ—শাম্ব শিশুপালের মিত্র। কৃষ্ণবিহীন দ্বারকা আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ সৌভ নগরে উপস্থিত হইয়া নগর ধ্বংস ও শাম্বের বধসাধন করেন।

গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন—গয় অমূর্ত্তরয়ের পুত্র, ইনি এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রচুর অন্ন ও ভূরি দক্ষিণা দেওয়া হয়। শত শত দধির নদী ও শত সহস্র ব্যঞ্জনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল।

অগস্ত্যের উপাখ্যান—ইল্বল ও বাতাপি নামে দুই অসুর ছিল। ইল্বল বাতাপিকে ছাগরূপী করিয়া রাখিত, এবং যে তাহাকে ভোজন করিত বাতাপি তাহার উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত। অগস্ত্য তাহা জানিতে পারিয়া ছাগরূপী বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য লোপামুদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান—ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক মুনির পুত্র। হরিণী-গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। অঙ্গ দেশের অধিপতি লোমপাদ রাজা ইঁহাকে ভুলাইয়া নিজ রাজ্যের অনাবৃষ্টি নিবারণের যজ্ঞ করিবার জন্য লইয়া যান।

সুকন্যার উপাখ্যান—শর্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যা বৃদ্ধ চ্যবনকে বিবাহ করেন। চ্যবন অশ্বিনীকুমারের অনুগ্রহে যৌবন পাইয়াছিলেন।

মান্ধাতার উপাখ্যান—মান্ধাতা যুবনাশ্ব নামক নরপতির বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন। তিনি ইন্দ্রের প্রদেশিনী

বা তর্জ্জনী অঙ্গুলির রস পান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তজ্জন্ম বলিয়াছিলেন "মাং ধাস্যতি"। তদনুসারে তাঁহার মান্ধাতা নাম হয়। মান্ধাতা ত্রিলোক বিজয় করিয়া অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান—জন্তু সোমকনামক ধার্ম্মিক নরপতির একমাত্র পুত্র। সোমকের শত ভার্য্যা ছিলেন। জন্তুকে একদা পিপীলিকায় দংশন করিলে তিনি রোদন করিতে আরম্ভ করেন। তজ্জন্ম রাজা ব্যথিত হইয়া শতপুত্র পাইবার জন্য ঋত্বিককে অনুরোধ করেন। জন্তুর শিরশ্ছেদন করিয়া তাহার বসায় যজ্ঞাহুতি সম্পন্ন হয়। তাহাতে রাজার শত পত্নী গর্ভবতী হন। জন্তুও আপনার গর্ভধারিণীর গর্ভে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যান—শিবিরাজ যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম শ্যেন (বাজ) ও কপোতের (পায়রা) রূপ ধরিয়া রাজার যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন। কপোত শ্যেনভয়ে রাজার উরুদেশে আশ্রয় লয়। শ্যেন আপনার খাদ্যকে ছাড়িয়া দিতে বলিলে রাজা আশ্রিতকে ছাড়িতে অসম্মত হন। অতঃপর তিনি কপোতের পরিবর্ত্তে আপনার মাংস ওজন করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। কপোত অপেক্ষা তাহা ওজনে লঘু হওয়ায় শেষে আপনাকে সমর্পণ করেন। তাহার পর ইন্দ্র ও অগ্নি স্বস্ব রূপ ধরিয়া রাজাকে পরিচয় দেন।

অষ্টাবক্র উপাখ্যান- উদ্দালক ঋষির শ্বেতকেতু নামে পুত্র ও সুজাতা নামে কন্যা ছিল। কহোড় নামে তাঁহার শিষ্যের পরি-

চর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তিনি কহোড়ের সহিত সুজাতার বিবাহ প্রদান করেন। সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্রের জন্ম হয়। গর্ভে অবস্থানকালে অষ্টাবক্র পিতার অধ্যয়নের ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, পিতা তাঁহার অঙ্গের অষ্ট স্থান বক্র হইবে বলিয়া শাপ দেন। পরে তিনি ঐরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার অষ্টাবক্র নাম হয়। কহোড় বরুণপুত্র নৈয়ায়িক বন্দীর নিকট পরাজিত হইয়া পণানুসারে জলনিমজ্জিত হন। অষ্টাবক্র ও শ্বেতকেতু সমবয়স্ক ছিলেন. শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রের ঈর্ষা করিতেন। অষ্টাবক্র দ্বাদশবর্ষ বয়সে জনকরাজের সভায় বন্দীকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকেও জলনিমজ্জিত করিয়াছিলেন, ও স্বীয় পিতা কহোড়ের উদ্ধার করেন,। কহোড় পুত্রকে সমঙ্গা নামক নদীতে অবগাহন করিতে বলিলে; তিনি তাহাই করেন, ইহাতে তাঁহার অঙ্গের বক্রতা নষ্ট হয়।

যবক্রীত ও রৈভ্যের উপাখ্যান—ভরদ্বাজ ও রৈভ্য দুই বন্ধু ছিলেন। রৈভ্যের অর্ব্বাবসু, পরাবসু ও ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে পুত্র হয়। রৈভ্য ও তৎপুত্রদ্বয় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, এবং ভরদ্বাজ তপস্বিমাত্র ছিলেন। যবক্রীত তপস্যা করিয়া ইন্দ্রের বরপ্রভাবে নিখিলবেদবিৎ ও সকলের শ্রেষ্ঠ হন। কিন্তু তিনি পরাবসুর ভার্য্যার রূপে মোহিত হইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করায় রৈভ্যের সৃষ্ট এক রমণী ও রাক্ষসের দ্বারা নিহত হন।

সরস্বতী ও মহর্ষি তার্ক্ষ্যের সংবাদ—মহর্ষি তার্ক্ষ্য সরস্বতীকে ইহলোকে মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি প্রভৃতি কয়েকটি প্রশ্ন করেন, সরস্বতীও তদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

মৎস্যোপাখ্যান—বৈবস্বত মনু যৎকালে চারিণী নদীর তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা দুর্ব্বল ক্ষুদ্র

মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া মহাবল মৎস্যের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লন। তিনি মৎস্যকে আশ্রয় দিলে মৎস্য ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে তাহাকে কলসী হইতে পুষ্করিণীতে, তাহার পর গঙ্গায়, অবশেষে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়। সেই সময়ে মৎস্য মনুকে বলে যে, শীঘ্র প্রলয় হইবে, তুমি রজ্জু-সংযুক্ত এক নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তর্ষি ও অন্যান্য সকল প্রকার বীজ লইয়া অপেক্ষা করিবে, পরে আমার শৃঙ্গে সেই নৌকা বাঁধিয়া দিবে। প্রলয় উপস্থিত হইলে, মনু মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া দেন, পরে হিমালয়ের উন্নত শৃঙ্গে সেই নৌকা বন্ধন করা হয়, তাহাকে নৌবন্ধন শৃঙ্গ বলে। পরে মৎস্য আপনাকে প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়া পরিচয় দেন। এই উপাখ্যানের সহিত বাইবেলের নোয়ার উপাখ্যানের ঐক্য আছে। নোয়াও ঈশ্বরের আদেশে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐরূপ নৌকা করিয়াছিলেন, নৌ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নোয়া নাম হইতে পারে এরূপ অনুমান করা যায়। নৌ শব্দ হইতে যে নোয়া হইয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ধুন্ধুমার উপাখ্যান—মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুবলাশ্ব রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করেন, তদবধি কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন।

দুর্ব্বাসার উপাখ্যান—মহর্ষি দুর্ব্বাসা বারংবার দুর্য্যোধনের আতিথ্য গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদানে ইচ্ছা করিলে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে অভিশাপ দেওয়াইবার জন্য দুর্ব্বাসাকে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবগণের নিকট আতিথ্য গ্রহণের অনু

রোধ করেন। পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যে সময়ে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য লইয়া সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাদের ভোজনের জন্য ব্যাকুল হইয়া দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করিলে তিনি উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ শাকান্ন লইয়া ভোজন করিলে, তাঁহার ভোজনে সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হয়। কাজেই দুর্ব্বাসা ও তাঁহার শিষ্যগণ পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া যান। দুর্যোধনের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই।

ধর্ম্মের স্বপুত্রানুশাসন—যক্ষরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন।

বৃত্রাসুরবিজয় -বৃত্র ঋষিগণের নিকট বলে যে, দেবতারা দিবা বা রাত্রিতে শুষ্ক বা আর্দ্র, প্রস্তর বা কাষ্ঠ অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা আমাকে মারিতে পারিবেন না। ইন্দ্র তাহাতে সন্ধ্যাকালে বজ্ররূপী সমুদ্রের ফেণার দ্বারা তাহাকে নিহত করেন। ফেণমধ্যে বিষ্ণু প্রবেশ করিয়াছিলেন।

দম্ভোদ্ভবের উপাখ্যান—দম্ভোদ্ভব নামে সম্রাট প্রত্যহ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, আমার সমকক্ষ যোদ্ধা কে আছে? তাহাতে ব্রাহ্মণগণ বিরক্ত হইয়া বলেন যে, দুই মহাপুরুষ সমরে অনেক বীরকে পরাজয় করিয়াছেন, আপনি কদাপি তাঁহাদের সমকক্ষ হইবেন না। দম্ভোদ্ভব তাহা শুনিয়া নরনারায়ণ নামে মহাপুরুষদ্বয়ের নিকট গমন করিলে, নর তাঁহাকে কুশরূপ অস্ত্রদ্বারা পরাজিত করেন, পরে দম্ভোদ্ভবের চেতনোদয় হয়।

ত্রিপুরনিপাতন--তারকাসুরের তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তিনপুত্র ব্রহ্মার নিকট হইতে এইরূপ বর লয় যে,

যে ব্যক্তি একত্র সমবেত তিনটি পুর এককালে নিপাত করিতে পারিবে, আমরা তাহারই হস্তে বধ্য হইব। তাহাদের আদেশে ময়দানব স্বর্গে সুবর্ণময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। উক্ত ভ্রাতৃত্রয়ের এক এক জন এক এক ঘরে বাস করিয়া অজেয় হইয়া উঠে। তখন মহাদেব এককালে ত্রিপুরের সহিত তাহাদেরও নিপাত করেন। সেই সময়ে তিনি দেবতাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া মহাবলান্বিত হওয়ায়, মহাদেব নামে বিখ্যাত হন।

হংসকাকীয়োপাখ্যান—সমুদ্রপারে এক বৈশ্য ছিল, তাহার পুত্রেরা তাহাদের উচ্ছিষ্টের দ্বারা একটি কাক পুষিয়াছিল। বৈশ্যোচ্ছিষ্টপুষ্ট কাক গর্ব্বিত হইয়া সমুদ্রতীরে আগত কতকগুলি বেগগামী হংসের মধ্যে প্রধানটিকে বলে, আইস আমরা আকাশে উড্ডীন হই। হংস ও কাক উড়িতে আরম্ভ করিলে কাক ক্লান্ত হইয়া সমুদ্রমধ্যে পড়িয়া যায়, পরে হংসের শরণাপন্ন হইলে হংস তাহাকে তুলিয়া পৃষ্ঠে করিয়া তাহার স্থানে রাখিয়া আসে।

বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস—পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের অনুরোধে মহাদেব মায়াজাল বিস্তার করিয়া উক্ত রূপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সম্বর্ত্তমুনি ও মরুত্ত রাজার আখ্যান—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অবিক্ষিৎ রাজার পুত্র মরুত্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া নারদের উপদেশক্রমে, অঙ্গিরার কনিষ্ঠপুত্র সম্বর্তকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। সম্বর্ত্ত উন্মত্তভাবে বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। মরুত্ত নানা প্রকারে তাঁহাকে [illegible] করিয়া পৌরোহিত্য করিতে স্বীকার করান।

যুধিষ্ঠির আপনারি কুকুর বিহীনে— পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান সময়ে একটি কুকুর হস্তিনাপুর হইতে তাঁহাদের সঙ্গে যায়। দেবতারা যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য রথ আনিলে, যুধিষ্ঠির সেই আশ্রিত কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চান। দেবতারা বারংবার আপত্তি করিলেও যুধিষ্ঠির আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই। ধর্ম্মই কুকুররূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সময়ে কুকুররূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রূপ ধারণ করেন।

দেবদূত ছল করিয়া তাঁহাকে নরক দর্শন করাইলেন— যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ", অর্থাৎ অশ্বত্থামা মরিয়াছে, কিন্তু তাঁহার হত্যার কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা ছল করাইয়া দেবদূত তাঁহাকেও ছল করিয়া নরক দেখান।

অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র—উপক্রমণিকায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বিচিত্র মানসিক ক্রিয়া...আশ্রয়—মনোবৃত্তি ব্যতীত যেমন ইন্দ্রিয়েরা জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারে না।

অন্যান্যাশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট—গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রমকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।